Presented by Calcutta Auxiliary Bible Society, Sept. 1880.

Bible. O.T. Proverbs. Bengali. 1878

শলোমনের হিতোপদেশ।

THE

PROVERBS OF SOLOMON.

RENDERED INTO BENGALI VERSE.

BY

KAILASH CHANDRA BANERJEA.

কলিকাতা;

চৌরঙ্গী রোড় ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

BS315
.B42
1878

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

LIBRARY OF PRINCETON
NOV 2 1932
THEOLOGICAL SEMINARY

BS315
.B42
1878

Bible. O.T. Proverbs. Bengali
1878.

শলোমনের হিতোপদেশ।

১ অধ্যায়।

১ ইস্রায়েল বংশোদ্ভব দায়ূদ রাজার,
সুপণ্ডিত শলোমন আছিল কুমার,
এই হিত উপদেশ প্রদত্ত তাঁহার।
২ প্রজ্ঞা আর উপদেশ জ্ঞাপন করিতে,
সুবিবেচনার যত বাক্য জানাইতে।
ধর্ম্ম, সুবিচার, ন্যায় গ্রাহ্য করাইতে,
কৌশলদায়ক যত উপদেশ দিতে,
৩ অসতর্ক জনগণে দিতে সতর্কতা,
কুমার বয়স্কগণে দিতে জ্ঞানবত্তা;
৪ শিখাইতে পরিণামদর্শিতা নিচয়,
এই উপদেশাবলী উপযুক্ত হয়।
৫ বিদ্বানের বিদ্যা বৃদ্ধি, সুবোধ প্রবীণ
হবে যদি দেয় ইথে মন অনুদিন।
৬ দৃষ্টান্ত বচন আর রহস্য তাদের,
আর যে প্রসঙ্গ হয় জ্ঞানবানদের;
নিগূঢ় বচন আর যে সব শুনিবে,
ইথে মনোযোগ দিলে বুঝিতে পারিবে।
৭ বিশ্বাধীপে ভয় হয় জ্ঞানের অঙ্কুর,

মূঢ়ে প্রজ্ঞা উপদেশ তুচ্ছি করে দূর।
৮ পিতৃ উপদেশ বৎস! করহ শ্রবণ,
অগ্রাহ্য করো না বিধি মাতার কথন।
৯ কারণ সে বাক্য হয় জানিবে তোমার,
মনোহর শিরভূষা আর কণ্ঠহার।
১০ কুপথে যদ্যপি পাপী তোমারে লওয়ায়,
হে পুত্র! সম্মতি তুমি নাহি দিবে তায়।
১১ যদি কহে তারা "এস আমাদের সনে
রক্তপাত করণার্থ থাকিব গোপনে।
গুপ্ত থাকি নির্দ্দোষীরে ধরি অকারণ,
১২ জীয়ন্ত গ্রাসিগে চল পাতাল মতন।
খাতেতে পতিত প্রায় যথার্থিকগণে,
কবলিত করি গিয়া চল এই ক্ষণে।
১৩ বহুমূল্য দ্রব্য তায় বিবিধ পাইব,
লুণ্ঠিত দ্রব্যেতে গৃহ পূরিত করিব।
১৪ অংশী হও আসি তুমি মাঝে আমাদের,
হউক একটি তোড়া আমা সকলের।
১৫ যেয়ো না তাদের সহ সে পথে কুমার.
ফিরাবে সে মার্গ হতে চরণ তোমার।
১৬ করিতে শোণিত পাত কুকাজ সাধন,
ধাবমান হয় বেগে তাদের চরণ।
১৭ পক্ষী দৃষ্টি গোচরে যে জাল পাতা হয়,
নিতান্তই বৃথা তাহা নাহিক সংশয়।

১৮ আপনারি রক্ত তারা বরিতে পাতন,
ধরিতে আপন প্রাণে, থাকয়ে গোপন।
১৯ পরধন গ্রাহকেরা এই গতি পায়,
গ্রাহকেরি প্রাণ নষ্ট সেই ধনে হায়!
২০ প্রজ্ঞা রাজপথে আর চকের ভিতর,
দাঁড়াইয়া ডাকে সদা করি উচ্চৈঃস্বর।
২১ জন পরিপূর্ণ স্থান প্রধান যে হয়,
তথায় সকলে সেই আহ্বান করয়।
নগরের দ্বারমুখে শুনায়ে সকলে,
এই এই কথা প্রজ্ঞা সর্ব্বদাই বলে।
২২ হে অসতর্কগণ! বল আর কতকাল,
অসতর্কতারে মনে বাসিবে হে ভাল?
হে নিন্দক! কত দিন বল না আমায়,
নিযুক্ত থাকিবে তুমি পরের নিন্দায়?
কতকাল হে নির্ব্বোধ! কতকাল আর,
রহিবে জ্ঞানের প্রতি অবজ্ঞা তোমার?
২৩ ফিরাও আমার অনুযোগে তব মন,
আত্মারূপ সুধা আমি করিব বর্ষণ।
আপনার কথা সবে করিব জ্ঞাপন।
২৪ আসিতে সম্মত মম ডাকে না হইলা,
বিস্তারিনু হস্ত, কিন্তু কেহ না মানিলা।
২৫ পরামর্শ পরিত্যাগ করিলে আমার,
ইচ্ছা না করিলা অনুযোগ শুনিবার।

২৬ তোমার বিপদে তাই আমিও হাসিব,
উপনীত হলে ভয় বিদ্রূপ করিব।
২৭ ঝঞ্ঝাবায়ু সম যবে আশঙ্কা আসিবে,
ঘূর্ণ বায়ু সম যবে বিপদ ঘটিবে।
সঙ্কট, সঙ্কোচ তব ঘটিবে যখন,
আহ্বান আমায় সবে করিবে তখন,
২৮ কিন্তু তারা নাহি পাবে আমার উত্তর।
উদ্দেশ না পাবে আর অন্বেষি বিস্তর।
২৯ কারণ জ্ঞানেরে সবে করিত হেলন,
সদাপ্রভু ভীতি নাহি করিত মনন।
৩০ পরামর্শ মম নাহি করিত গ্রহণ,
করিত তাচ্ছল্য অনুযোগের বচন।
৩১ নিজকর্ম্ম প্রতিফল তাহারা ভুঞ্জিবে,
কুপরামর্শের ফল সম্পূর্ণ পাইবে।
৩২ অজ্ঞানে নাশিবে তার বিপথ গমন,
মূর্খের নিশ্চিন্ত তারে করিবে নিধন।
৩৩ কিন্তু যে আমার বাক্য, করয়ে শ্রবণ,
নিরাপদে বাস তার হবে সংঘটন।
অমঙ্গল ভয় আর হইবে মোচন।

---

২ অধ্যায়।

১ যদি মম কথা বৎস, করহ গ্রহণ,
আর মম আজ্ঞা কর মনেতে রক্ষণ।

২ প্রজ্ঞায় যদ্যপি তুমি কর্ণপাত কর,
বুদ্ধিতে নিবিষ্ট যদি তোমার অন্তর।
৩ সুবিবেচনারে যদি কর আবাহন,
যদি উচ্চৈঃস্বর কর বুদ্ধির কারণ।
৪ রূপা সম যদি তার কর অন্বেষণ,
তত্ত্ব যদি কর গুপ্ত ধনের মতন,
৫ প্রভু বিষয়ক ভয় বুঝিতে পারিবা,
আর ঐশ্বরীয় জ্ঞান মনেতে পাইবা।
৬ যেহেতু করেন ঈশ সবে প্রজ্ঞা দান,
নির্গত তাঁহারি মুখে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
৭ ন্যায়াচারী জন্য তিনি রাখেন কুশল,
সরলের ঢাল সম তিনিই কেবল।
৮ বিচারের মার্গ তিনি করেন রক্ষণ,
পবিত্র লোকের পথ করেন পালন।
৯ তা হৈলে জানিবে তুমি ধর্ম্ম সুবিচার,
ন্যায় মঙ্গলের পথ সমস্ত কুমার।
১০ যদি প্রজ্ঞা তব হৃদে প্রবেশ করয়,
প্রাণতুষ্টিকর যদি জ্ঞান তব হয়।
১১ পশ্চাদ্দর্শিতা তোমা পালন করিবে,
এবম্ সুবুদ্ধি দ্বারা সুরক্ষা হইবে।
১২ কুপথ হইতে সেই করিবে উদ্ধার,
অর্থাৎ বিরুদ্ধ কথা বদনে যাহার,
১৩ প্রকৃত পথেরে যেই করিয়া বর্জ্জন,

ঘোর অন্ধকার মাঝে করয়ে গমন,
১৪ কুক্রিয়াতে হয় যারা সন্তুষ্ট হৃদয়,
অপবিত্র কাজে যারা হৃষ্টচিত্ত হয়।
১৫ বক্রপথে যায় করে, কুটিলাচরণ,
তাদের হইতে সেই করিবে রক্ষণ।
১৬ পরদার হৈতে সেই রক্ষিবে তোমায়,
অর্থাৎ যে বেশ্যা মনোহর কথা কয়।
১৭ যৌবন কালের মিত্রে বর্জ্জন করিয়া,
প্রভুর নিয়ম থাকে বিস্মৃতা হইয়া।
হেন দুশ্চারিণী নারী হইতে তোমার,
নিশ্চয় জানিবে সেই করিবে উদ্ধার।
১৮ মৃত্যুতে তাহার বাটী গমন করায়,
আর পথ তার প্রেত লোকে লয়ে যায়।
১৯ তাহার নিকটে কেহ করিলে গমন,
না পায় জীবন পথ ফিরে না কখন।
২০ এ জন্য সল্লোক মার্গে করহ গমন,
ধার্ম্মিকগণের কর পথাবলম্বন।
২১ যেহেতু দেশেতে রবে সল্লোক সকল,
যাথার্থিক তাহে স্থির থাকিবে কেবল।
২২ ছিন্ন হবে দেশ হৈতে দুর্জ্জনের দল,
উৎপাটিত হবে আর আছে যত খল।

৩ অধ্যায়।

১ অহে বৎস, ভুলিও না ব্যবস্থা আমার ;
পালুক আদেশ মম অন্তর তোমার।
২ তাহার দ্বারায় তব সুদীর্ঘ জীবন,
দীর্ঘ আয়ু আর শান্তি হইবে বর্দ্ধন।
৩ দয়া সত্য না করুক তোমায় বর্জ্জন ;
উভয়েরে কর তুমি কণ্ঠেতে বন্ধন,
লিখিয়া রাখহ চিত্ত পটেতে আপন।
৪ ঈশ্বর, মানব পাশে তাহাতে কেবল
পাবে তুমি অনুগ্রহ, মঙ্গল কুশল।
৫ সমস্ত হৃদয় সহ ঈশে বিশ্বাসিবে,
নিজ বিবেচনা প্রতি নির্ভর না দিবে।
৬ মনে কর তাঁরে তব গতিতে সকল,
করিবেন তিনি পথ তোমার সরল।
৭ জ্ঞানবান ভাবিও না আপনি আপনে,
পাপে পরাঙ্মুখ হও, ডরো ঈশে মনে।
৮ কেননা শিরার স্বাস্থ্য তাহাই তোমার,
হইবে অস্থির মজ্জা সমতুল আর।
৯ প্রভুর মর্য্যাদা কর আপন ধনেতে,
আর কর আয়জাত প্রথম ফলেতে।
১০ বহু ধনে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার হইবে,
কুণ্ডে নব দ্রাক্ষারস উথলি পড়িবে।
১১ তুচ্ছিও না প্রভু শাস্তি, হে বৎস, আমার।

হইও না ক্লান্ত তুমি অনুযোগে তাঁর।
১২ নিজ প্রিয় পুত্রে করে যেমন পিতার,
তদ্রূপ ঈশ্বর প্রেম করেন যাহার,
প্রদান করেন শাস্তি তিনিই তাহার।
১৩ যে জন প্রজ্ঞায় পায় সেই ধন্য হয়,
আর ধন্য সেই জন বুদ্ধি যে লভয়।
১৪ রূপার বাণিজ্য চেয়ে বাণিজ্য তাহার
যেহেতুক ভাল হয়, জেনো মনে সার,
সুর্বণ অপেক্ষা তার লাভ শ্রেষ্ঠ আর।
১৫ মুক্তা হইতেও তাহা বহুমূল্য হয়,
কোন ইষ্ট বস্তু তার সমতুল্য নয়।
১৬ তাহার দক্ষিণ হস্ত দীর্ঘায়ুর স্থান,
বাম হস্তে রহে তার, সম্পত্তি সম্মান।
১৭ পথ তার মনোরম, মার্গ শান্তিময়,
তাহার আশ্রয় যারা গ্রহণ করয়,
১৮ তাদের নিকটে প্রাণদাতা বৃক্ষ প্রায়,
আর সেই ধন্য যেই অবলম্বে তায়।
১৯ সদা প্রভুইত প্রজ্ঞা দ্বারায় আপন,
করিলেন পৃথিবীর মূলের স্থাপন,
আকাশ মণ্ডলে তাঁর বুদ্ধিতে গঠন।
২০ তাঁর জ্ঞানে জলনিধি হৈল উদ্ঘাটিত,
আকাশ হইতে হিম হইল পতিত।
২১ দৃষ্টিপথভ্রষ্ট নাহি হৌক এ সকল,

রক্ষ বৎস ! পরিণামদর্শিতা কুশল ।
২২ হইবে তোমার তাহা প্রাণের জীবন,
আর হইবেক তব কণ্ঠের ভূষণ ।
২৩ পেলে তাহা নিজ পথে নির্ভয়ে যাইবে,
চরণে উছোট তব কভু না লাগিবে।
২৪ শয়ন সময়ে তব ভয় না থাকিবে,
করিলে শয়ন, সুখে সুনিদ্রা হইবে ।
২৫ বিপদ হঠাৎ আসি হৈলে উপস্থিত,
শঙ্কা না করিবা হৈলে দুষ্ট বিনাশিত ।
২৬ সদাপ্রভু হইবেন বিশ্বাসের ভূমি,
সর্ব্ব ফাঁদ হৈতে রক্ষা পাইবেক তুমি ।
২৭ উপায় থাকিলে হস্তে হিত করণের,
বিমুখ করো না তায় যে পাত্র হিতের ।
২৮ হস্তে থাকে দ্রব্য যদি তব পড়সীরে,
বলিও না "দিব কল্য, এস পুনঃ ফিরে ।"
২৯ নির্ভয়ে যে পড়সী রহে নিকটে তোমার,
কুসংকল্প করিও না বিরুদ্ধে তাহার ।
৩০ কেহ মন্দ না করিলে তুমি অকারণ,
বিরোধ তাহার সহ করো না কখন ।
৩১ ঈর্ষ্যা করিও না তুমি উপদ্রবি জনে,
পছন্দ করো না কভু তার পথ মনে ।
৩২ যেহেতু খলেরা হয় ঈশ ঘৃণাধার,
সরলাত্মাসহ গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার ।

৩৩ দুষ্টের গৃহেতে অভিশাপ ঈশ্বরের,
আশীর্ব্বাদ কিন্তু তাঁর বাসে ধার্ম্মিকের।
৩৪ তাচ্ছল্য করেন তিনি তুচ্ছকারিগণে,
অনুগ্রহ বড় তাঁর নম্রশীল জনে।
৩৫ সম্মানের অধিকারী জ্ঞানীগণ হয়,
লজ্জাস্পদ রূপে খ্যাত অজ্ঞান নিচয়।

---

৪ অধ্যায়।

১ পিতৃ উপদেশ শুন, অহে বৎসগণ,
বিবেচনাদায়ী জ্ঞানে দেহ এবে মন।
২ উত্তম পাণ্ডিত্য দিব করিয়া যতন,
ব্যবস্থা আমার কিন্তু করো না বর্জ্জন।
৩ পিতার তনয় আমি ছিনু এক কালে,
মাতৃচক্ষে একমাত্র প্রিয়পাত্র ছেলে।
৪ শিখাতেন এই রূপে কহিয়া বচন,
তব চিত্ত মম বাক্য করুক গ্রহণ;
আমার সকল আজ্ঞা করহ পালন।
তাহাতে হইবে লাভ তোমার জীবন।
৫ কর প্রজ্ঞা উপার্জ্জন, বিবেচনা আর,
বিস্মৃত হৈও না বাক্য উপেক্ষি আমার।
৬ প্রজ্ঞায় করো না ত্যাগ রক্ষা তায় পাবে,
করিলে তাহাকে প্রেম নিষ্কণ্টক হবে।
৭ অগ্রিমাংশ প্রজ্ঞা তাই কর উপার্জ্জন,

সর্ব্ব লাভে বিবেচনা কর উপার্জ্জন।
৮ আপনার শিরে তারে ধরিয়া রাখিবে,
তবে ত তোমারে সেই উন্নত করিবে;
আর তুমি তারে এবে কর আলিঙ্গণ,
তবে ত করিবে তোমা সে মান্যভাজন।
৯ দয়ার কীরিট তব মস্তকে সে দিবে,
শোভার মুকুট তোমা বেষ্টন করিবে।
১০ হে আমার বৎস, শুন মম বাক্য ধর,
তাহে তব আয়ু হবে অনেক বৎসর।
১১ তোমার প্রজ্ঞার পথ আমিই দেখাই,
সারল্যের মার্গে আর গমন করাই।
১২ সঙ্কুচিত পদ তব গমনে না হবে,
ধাইয়া চলিলে নাহি উছোট লাগিবে।
১৩ দৃঢ় রূপে উপদেশ করহ গ্রহণ,
ছাড়িও না রক্ষ তাহা, তোমার জীবন
১৪ প্রবেশ করো না তুমি দুর্জ্জনের পথে,
দুর্বৃত্তের মার্গে নাহি যেও কোন মতে
১৫ তাহার নিকট দিয়া যেও না কখন,
ত্যাগ করি বিমুখেতে করিবে গমন
১৬ কেননা তাদের নিদ্রা কভু নাহি হয়,
দুষ্কর্ম যদ্যপি তারা না কিছু করয়,
ভ্রষ্ট যদি না করিতে পারে কোন জনে,
তাহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় ক্ষণে ক্ষণে।

১৭ দুষ্টতা স্বরূপ অন্ন তাহারা ভক্ষয়,
দৌরাত্ম্য দ্রাক্ষার রস পান যে করয়।
১৮ কিন্তু যে উজ্জ্বল জ্যোতি মধ্য দিনমান
পর্য্যন্ত, ক্রমেতে হয় সুদেদীপ্যমান,
ধার্ম্মিকগণের পথ তাহার সমান।
১৯ দুষ্টদের পথ হয় অন্ধকারপ্রায়,
কিসেতে উছোট খাবে না জানে তাহায়।
২০ আমার বাক্যেতে বৎস! মনোযোগ দিবে,
আর মম বচনেতে শ্রবণ পাতিবে।
২১ চক্ষের গোচর হতে তা যেন না যায়,
হৃদি মধ্যে যত্ন করি রাখিবে তাহায়।
২২ কেননা তাহায় পায় যেই সব জন,
সর্ব্বাঙ্গের স্বাস্থ্য তারা লভয়ে জীবন।
২৩ রক্ষণীয় যত বস্তু সর্ব্ব অপেক্ষায়,
হৃদয়ে রক্ষিবে তব যত্নে অতিশয়।
জীবন প্রবাহ তাহে যেহেতু জন্মায়।
২৪ মুখের কৌটিল্য হৈতে পরাঙ্মুখ হবে,
ওষ্ঠের বক্রতা তব দূরিত করিবে।
২৫ অগ্রেতে করুক দৃষ্টি, তোমার নয়ন,
আঁখি পাতা সম্মুখেতে করুন দর্শন।
২৬ বিবেচিবে পাদক্ষেপ তুমি আপনার,
হউক সুব্যবস্থিত গমন তোমার।

২৭। দক্ষিণে কি বামে নাহি বিপথে যাইবে,
মন্দ হৈতে চরণেরে নিবৃত্ত করিবে।

৫ অধ্যায়।

১। প্রজ্ঞাপ্রতি অবধান কর হে কুমার,
কর্ণপাত কর আর বুদ্ধিতে আমার।
২। তাহাতে রক্ষিবা পরিণাম-দরশন,
পালিবা আপন ওষ্ঠে জ্ঞানের বচন।
৩। পরকীয়া ওষ্ঠ হৈতে মৌচাকের মত,
ফোঁটায় ফোঁটায় মধু ক্ষরে অবিরত,
আর তৈল অপেক্ষাও সুচিক্কণ হয়
তালুকা তাহার, তায় নাহিক সংশয়।
৪। নাগদানা প্রায় তিক্ত তার শেষগতি,
দ্বিধার খড়্গের ন্যায় তীক্ষ্ণ হয় অতি।
৫। তাহার চরণ সদা মৃত্যুতে নাময়,
চরণ-বিক্ষেপ তার পাতালে পড়য়।
৬। বিবেচিতে জীবনের পথ অসম্মতা,
চঞ্চলচরণা সেই জ্ঞান বিবর্জ্জিতা।
৭। মম বাক্য শুন ভাই, অহে বৎসগণ,
বর্জ্জিয়া যেয়ো না মোর মুখের বচন।
৮। সে স্ত্রী হৈতে দূরে রাখ পথ আপনার,
গৃহদ্বার নিকটেও যেয়ো না তাহার।
৯ গেলে তব তেজ দত্ত হবে অন্য জনে,

আয়ু দত্ত হবে দয়াশূন্য রিপুগণে।
১০ বিদেশিরা তুষ্ট হবে ধনেতে তোমার,
তব শ্রম-ফলে পূর্ণ হবে অন্যাগার।
১১ মাংস দেহ ক্ষয় তব যখন পাইবে,
শেষে তুমি অনুতাপ করিয়া কহিবে।
১২ কেন হিত উপদেশ ঘৃণিলাম হায়!
তুচ্ছিল কেন বা মন, হায়, ভৎর্সনায়!
১৩ গুরুজন কথা কেন নাহি মানিলাম,
শিক্ষকগণের বাক্যে কান না দিলাম?
১৪ সমাজের মধ্যে আর মণ্ডলী মাঝারে,
পড়িনু বিপদে আমি সকল প্রকারে।
১৫ পান কর জল জলাশয়ে আপনার,
নিজকূপ স্রোতোজল পান কর আর।
১৬ বিস্তৃত বাহিরে কেন উন্নুই হইবে?
তব জলস্রোত কেন চকেতে যাইবে?
১৭ কেবল হউক তাহা কেবল তোমার,
না হৌক তোমার আর অপর জনার।
১৮ হউক হউক ধন্য তব প্রস্রবণ,
তুষ্ট হও যৌবনের ভার্য্যাতে আপন।
১৯ প্রেমিকা হরিণী প্রায় হৌক সে কামিনী,
বাতপ্রমী ন্যায় আর মানসহারিণী।
আপ্যায়িত গুণে তার থাকহ সতত,
প্রেমেতে তাহার তুমি নিত্য থাক রত।

২০ হে পুত্র! কুলটা কেন হরে তব মন?
বিজাতীয়বক্ষ কেন কর আলিঙ্গন?
২১ মানবের পথ হয় প্রভু দৃষ্টিতলে,
বিচারেন তিনি তার গমন সকলে।
২২ আপনার অপরাধে দুষ্ট পড়ে ধরা,
বদ্ধ হয় পাপরূপ নিজ রজ্জু দ্বারা।
২৩ বাহুল্য ভ্রমেতে ভ্রান্ত হইয়া সে জন,
বিনা উপদেশে ত্যাগ করয়ে জীবন।

---

৬ অধ্যায়।

১ হে পুত্র! প্রতিভূ হৈলে বন্ধুর আপন,
কোরে থাক পরকাজে যদি হস্তার্পণ।
২ আপনার বাক্য ফাঁদে আপনি পড়িলা,
নিজের মুখের বাক্যে ধৃত যে হইলা।
৩ তাই, পুত্র! এই কর্ম্ম করহ এখন;
হস্তগত হইয়াছ বন্ধুর আপন।
কর যাতে হয় তব প্রাণের উদ্ধার;
গিয়া সাধ প্রণিপাতে বন্ধুকে তোমার।
৪ তোমার চক্ষুকে নাহি দিবে ঘুমাইতে,
আঁখির পাতায় আর মুদ্রিত হইতে।
৫ ব্যাধ হস্ত হৈতে মৃগ পলায় যেমন,
সেই রূপ আপনিও কর পলায়ন।
কিম্বা পক্ষি সম জালিকের হস্ত হৈতে,

এই বেলা হবে বৎস, নিজে উদ্ধারিতে।
৬ পিপীলিকা পার্শ্বে গিয়া দেখি কার্য্য তার,
জ্ঞান শিক্ষা কর তুমি অলস অসার!
৭ কেহই নাহিক তারে করিতে শাসন,
নাহিক অধ্যক্ষ, প্রভু, কর্ত্তা কোন জন,
৮ তবু গ্রীষ্মে আর শস্য ছেদন সময়,
আপনার ভক্ষ্য, খাদ্য করে সে সঞ্চয়।
৯ কত কাল, হে অলস, শয়নে থাকিবা?
আর বল, নিদ্রা হৈতে কখন উঠিবা?
১০ নিদ্রা তন্দ্রা শয়নেতে ক্রমে কাল হরি,
যদ্যপি ফেলহ হস্ত জড় সড় করি।
১১ দস্যু আসে যথা কিম্বা সেনা সুসজ্জিত,
দীনতা তোমার তথা হবে উপস্থিত।
১২ বড় ধূর্ত্ত হয় সেই দুর্জ্জন যে জন,
কটুবাক্য কহি সদা করয়ে ভ্রমণ।
১৩ ইঙ্গিত আঁখিতে, পদ-ভঙ্গিতে বুঝায়,
অঙ্গুলির চালনেতে আর শিক্ষা দেয়।
১৪ কুটিল অন্তরে করে মন্দই চিন্তন,
বিবাদের আরোপ সে করে সর্ব্বক্ষণ।
১৫ অকস্মাৎ তাই তার বিপদ হইবে,
প্রতিকার বিনা তারে হঠাৎ নাশিবে।
১৬ অহঙ্কার পূর্ণ দৃষ্টি জিহ্বা মিথ্যাময়,
নির্দ্দোষ শোণিত পাত যে হস্তেতে হয়,

১৭ কুসঙ্কল্পকারী হয় আর যেই মন,
কুকর্ম্ম করিতে দ্রুতগামী যে চরণ !
১৮ মিথ্যাবাদী সাক্ষী, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বী যেই হয়
১৯ ঘৃণিত প্রভুর সপ্ত, বিশেষতঃ ছয়,
বড় ঘৃণা মনে তাঁর এই সবে রয় ।
২০ হে সন্তান ! পিতৃআজ্ঞা করহ পালন,
মাতার ব্যবস্থা ত্যাগ করো না কখন ।
২১ গাঁথিয়া হৃদয়ে তাহা রাখ সর্ব্বক্ষণ,
আর গলদেশে তাহা করহ বন্ধন ।
২২ গমন কালে সে তোমা পথ দেখাইবে,
শয়ন কালেতে রক্ষা তোমারে করিবে,
জাগরণ কালে তব সহ আলাপিবে ।
২৩ প্রদীপ স্বরূপ হৈয়ে যেহেতু আজ্ঞায়,
ব্যবস্থা সকল হৈয়ে আলোকের প্রায়,
হিত উপদেশ জন্য অনুযোগ যত,
হইবে সকলে যেন জীবনের পথ,
২৪ দুষ্টা নারী মিষ্টমুখী বেশ্যা ছলনায়,
নিশ্চয় জানিবা রক্ষা করিবে তোমায় ।
২৫ বাঞ্ছো না এ নারীরূপ অন্তরে তোমার,
হৈয়ো না কখন ধৃত কটাক্ষে তাহার ।
২৬ বেশ্যার দ্বারায় ঘটে অন্নাভাব ঘরে,
মহামূল্য প্রাণ ধৃত পরনারী তরে,
২৭ রাখিলে আগুন রাশি বক্ষের উপরে

বসন কাহার বল দগ্ধ নাহি করে?
২৮ গমন করিলে দলি জ্বলন্ত অঙ্গার,
পদতল বল দেখি, পুড়ে না কাহার?
২৯ প্রতিবাসী বনিতাতে যাহার গমন,
এই রূপে ফল ভুঞ্জে অবশ্য সে জন।
যে কেহ তাহারে জেনো স্পর্শন করয়,
না হয় নির্দ্দোষ কভু সে জন নিশ্চয়।
৩০ ক্ষুধায় রক্ষিতে প্রাণ চুরি করে চোরে,
লোকেরা তথাচ তায় উপেক্ষা না করে।
৩১ চৌর্য্য সপ্ত গুণ চোরে ধৃত হৈলে দেয়,
গৃহের সর্ব্বস্ব হৈলে তাও দিতে হয়।
৩২ পরদারগামী কিন্তু বোধশূন্য হয়,
যেহেতু আপন প্রাণে বিনষ্ট করয়।
৩৩ দণ্ড ভোগ করে সেই আর লজ্জা পায়,
অপমান কোন কালে তার নাহি যায়।
৩৪ কেননা স্ত্রী বিষয়ক অন্তর জ্বালায়,
দেখহ স্বামীর মনে ক্রোধ জনমায়,
দণ্ড-দিনে ক্ষমা সেই করিবে না তায়।
৩৫ মানিবে না পুরস্কার কোনও প্রকার,
সন্তুষ্ট হবে না বহু উৎকোচেতে আর।

৭ অধ্যায়।

১ হে বৎস, পালন কর আমার বচন,
আজ্ঞা মম মনে তব কর সঙ্গোপন।
২ পালি মম আজ্ঞা কর জীবন ধারণ,
আঁখি তারা সম কর ব্যবস্থা রক্ষণ।
৩ তব অঙ্গুলিতে তাহা করহ বন্ধন,
হৃৎ পটে লিখ তাহা করিয়া যতন।
৪ প্রজ্ঞায় বলহ, "তুমি ভগিনী আমার,"
সুবিবেচনারে বল, "জ্ঞাতি আপনার।"
৫ বারাঙ্গনা প্রিয়বাদী বেশ্যা ছলনায়,
তাহাতে তাহারা রক্ষা করিবে তোমায়।
৬ বাতায়ন খড় খড়ি দিয়া নিরীক্ষণ,
করিতেছিলাম আমি গৃহেতে আপন।
৭ পড়িলে আমার দৃষ্টি অজ্ঞান মণ্ডলে,
দেখিনু নির্ব্বোধ যুবা এক যুবাদলে।
৮ বেশ্যার গৃহের কোনে সে পথ বহিয়া,
বাটীর পথেতে তার যাইল চলিয়া।
৯ তখন সন্ধ্যার কাল দিবা অবসানে,
রজনীর আরম্ভন অন্ধকার সনে।
১০ চতুরা রমণী এক বেশ্যা বেশ তার,
পরেতে মিলিল আসি সঙ্গেতে যুবার।
১১ কলহকারিণী আর অবাধ্যা সে হয়,
গৃহ অভ্যন্তরে তার চরণ না রয়।

১২ কখনো পথের মাঝে চকে বা কখন,
কোনে কোনে রহে কভু ব্যাধের মতন।
১৩ সে কামিনী ধরি তায় চুম্বন করিল,
নির্লজ্জ বদনে আর কহিতে লাগিল।
১৪ দিতে হবে বলি মোরে মঙ্গল কারণ,
পূর্ণ করিলাম অদ্য মানত আপন।
১৫ সাক্ষাৎ পাইতে তব, করিতে দর্শন,
বাহিরে আইনু তোমা পাইনু এখন।
১৬ সাজালাম খাটে দিয়া বিচিত্র বসন,
মিসরীয় সূক্ষ্মবস্ত্রে বিবিধ বরণ।
১৭ দারুচিনি গন্ধরস অগুরু অর্পণে,
আমোদিত করিলাম আপন শয়নে।
১৮ প্রভাত পর্য্যন্ত, এস, মাতি কামরসে,
প্রেমে সুখী হই মোরা মনের হরষে।
১৯ ঘরে নাই স্বামী মম যেহেতু এখন,
দূরপথে করিয়াছে সে জন গমন।
২০ টাকার তোড়াটী সঙ্গে গিয়াছে লইয়া,
শুক্ল পক্ষে গৃহে পুনঃ আসিবে কহিয়া।
২১ এই রূপ কহি নানা মধুর বচন,
সে নারী তাহার মন করিল হরণ।
ওষ্ঠাধর-কোমলতা করিয়া বিস্তার,
আকর্ষণ করিল সে হৃদয় তাহার।
২২ তাহাতে হঠাৎ গেল পশ্চাতে সে তার,

হত হইবারে যায় গোরু যে প্রকার।
তদ্রূপ মূঢ়ের দণ্ড ভোগ করিবারে,
গেল সেই রুণু২ শব্দ সহকারে।
২৩ বাণ দ্বারা বিদ্ধ হৈতে যকৃৎ মতন,
তাহার পশ্চাতে যুবা করিল গমন।
প্রাণনাশা ফাঁদ নাহি জানিয়া যেমন,
শীঘ্র উড়ে পক্ষী তাহে হইতে পতন।
ঠিক এই যুবা, হায়, তাহার মতন,
(পড়িল নয়নবাণে নাশিতে আপন)।
২৪ হে সন্তান! তাই মোর বাক্য কর্ণে ধর,
মুখের বচনে মম মনে মান্য কর।
২৫ না যাক সে বেশ্যাপথে কভু তব মন,
মার্গেতে তাহার তুমি করো না ভ্রমণ।
২৬ যেহেতু অনেকে সেই নিপাত করেছে,
বহুতর বলবানে প্রাণেতে বধেছে।
২৭ নরকের ঘোর পথ গৃহ তার হয়।
প্রবেশ করায় সবে মৃত্যুর আলয়।

---

৮ অধ্যায়।

১ উচ্চৈঃ শব্দে ডাকে না কি বুদ্ধিও প্রজ্ঞায়;
২ চৌমাথা আর পথ পার্শ্বেতে দাঁড়ায়।
৩ নগরের অগ্রভাগে, প্রবেশের দ্বারে,
অতি উচ্চৈঃস্বরে সেই ডাকয়ে সবারে।

৪ আহ্বান তোমারে করি, হে মনুষ্যগণ,
মানব সন্তানে মম এই নিবেদন।
৫ সতর্কতা বাক্য বুঝ, হে অজ্ঞান জন,
নির্ব্বোধ সকল বুঝ বুদ্ধির বচন।
৬ সৎ কথা কহি আমি করহ শ্রবণ,
আর ওষ্ঠাধরে বলি যথার্থ বচন।
৭ আমার বদন সদা সত্য কথা কয়,
দুষ্টতা আমার ওষ্ঠ ঘৃণাস্পদ হয়।
৮ ধর্ম্ম হয় এ মুখের সকল কথাই,
বক্র বিপরীত তাহে কিছুমাত্র নাই।
৯ সুগম সুবুদ্ধি কাছে হয় সে সকল,
জ্ঞানীদের কাছে হয় যথার্থ কেবল।
১০ রৌপ্যের অপেক্ষা মম উপদেশ ধর,
সুবর্ণ অপেক্ষা জ্ঞানে সুগ্রহণ কর।
১১ কেননা উত্তম প্রজ্ঞা মুক্তা হৈতে হয়,
কোন ইষ্ট বস্তু আর তার সম নয়।
১২ প্রজ্ঞা আমি, সতর্কতা সঙ্গে বাসামার,
পরিণামদর্শিতার তত্ত্ব জানি সার।
১৩ দুষ্টতায় ঘৃণা হয় প্রভু সেবা সার,
বড় ঘৃণা করি আমি যত অহঙ্কার,
দুর্ম্মুখতা, দাম্ভিকতা, কুপথেরে আর।
১৪ সুবিবেচনাই আমি, সকল কুশল,
পরামর্শ, পরাক্রম আমারি কেবল।

১৫ আমারি দ্বারায় রাজ্য করে রাজগণ,
যথার্থ ব্যবস্থা মন্ত্রী করয়ে স্থাপন।
১৬ আমা হৈতে প্রধানের প্রাধান্য মিলয়,
পৃথিবীর বিচারক উন্নতি লভয়।
১৭ যে আমারে প্রেম করে, প্রেম করি তায়,
অন্বেষণ করে যেই, সেই মোরে পায়।
১৮ ঐশ্বর্য্য, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, বিভব অক্ষয়,
সকলি আমার হয় জানিবে নিশ্চয়।
১৯ নির্ম্মল কাঞ্চন আর সুবর্ণ নিচয়,
অপেক্ষাও ফল মম বড় ভাল হয়।
মনোনীত রূপা যত তাহা হৈতে আর,
ভাল হয় উপস্বত্ব জানিবে আমার।
২০ ধর্ম্ম পথে লৈয়ে যাই আমিই সকলে,
বিচারের পথে গতি আমারি সম্বলে!
২১ যাহারা আমায় প্রেম করয়ে যত্নেতে,
তাদিগে ঐশ্বর্য্যবান করি নানা মতে,
পূর্ণ করি তাহাদের ভাণ্ডার ধনেতে।
২২ কর্ম্মারম্ভ যে সময়ে জগৎ পিতার,
বরং আদিকৃত কার্য্য পূর্ব্বেতে তাঁহার,
সুপ্রাপ্তা ছিলাম আমি বিশ্ব নির্ম্মাতার।
২৩ না হইতে মূলস্থিতি পৃথ্বী রচনার,
অনন্ত সময় হৈতে অস্তিত্ব আমার।
২৪ জলপূর্ণ প্রস্রবণ না ছিল সাগর,

২৫ নাহি ছিল গিরি মাত্র অথবা ভূধর।
২৬ পৃথ্বীক্ষেত্র জগতীস্থ কণা মৃত্তিকার,
হয়নি যখন, জন্ম তখন আমার।
২৭ যে কালে স্থাপিলা প্রভু আকাশ মণ্ডলে,
বর্ত্তমান আছিলাম আমি সেই স্থলে।
যে সময়ে করি তিনি বাহুর বিস্তার,
নিলেন সমুদ্রপরে মাপ চক্রাকার।
২৮ ঊর্দ্ধস্থিত মেঘ সব করিলা স্থাপন,
করিলা গভীর স্থানে উন্নুই পূরণ।
২৯ সমুদ্র যে সীমা নারে করিতে লঙ্ঘন,
সেই সীমা করিলেন যবে নিরূপণ।
আর যবে পৃথিবীর মূলের স্থাপন,
৩০ সঙ্গে তাঁর কর্ম্মকারী ছিলাম তখন।
আনন্দদায়িনী রূপে সম্মুখে তাঁহার,
প্রতিদিন নিত্য ছিনু আহ্লাদে অপার।
৩১ ফিরিতাম ভূমণ্ডলে আমোদে মোহিত,
আনন্দের ক্রীড়া ছিল মানব সহিত।
৩২ বচন এখন মোর শুন পুত্রগণ,
সেই ধন্যপথ মম যে করে গ্রহণ।
৩৩ হও জ্ঞানী উপদেশ করিয়া শ্রবণ,
ব্রীতশ্রদ্ধ না হইও তাহে কদাচন।
৩৪ শুনিয়া আমার কথা জাগ্রৎ যে রয়
প্রতিদিন দ্বারে মম, সেই ধন্য হয়।

৩৫ মানব পাইলে মোরে পায় সে জীবন,
পরমেশ পাশে হয় কৃপার ভাজন।
৩৬ আমার বিরুদ্ধে হয় পাপে রত যেই,
আপনার প্রাণ হিংসা করে জেনো সেই।
মনেতে করয়ে ঘৃণা আমায় যাহারা,
অবশ্যই ভাল বাসে মৃত্যুকে তাহারা

---

৯ অধ্যায়।

১ নির্ম্মাণ করিয়া প্রজ্ঞা গৃহ আপনার,
খুদিল সুন্দররূপে সপ্ত স্তম্ভ তার।
২ পশু মারি দ্রাক্ষারস প্রস্তুত করিল,
এরূপে আপন ভোজ সেই সাজাইল।
৩ নগরের উচ্চস্থানে পাঠায়ে কিঙ্করী,
কহিতে লাগিল সবে নিমন্ত্রণ করি।
৪ হে অজ্ঞান, হে নির্ব্বোধ, এস এই স্থানে
৫ ভোজ্য মোর খাও, তৃপ্ত দ্রাক্ষরস পানে।
৬ অজ্ঞানের সঙ্গ ছাড়ি রক্ষহ জীবন,
সুবিবেচনার পথে করহ গমন।
৭ নিন্দকে যে শিক্ষা দেয়, লজ্জা পায় সেই,
কলঙ্ক তাহার ঘটে দুষ্টে ভর্ৎসে যেই।
৮ নিন্দককে অনুযোগ কভু না করিবে,
যদ্যপি করহ তুমি, সে তোমা ঘৃণিবে।

অনুযোগ কর তুমি বরম্ জ্ঞানীজনে,
তোমাকে করিবে প্রেম তাহাতে সে জনে।
৯ জ্ঞানবানে উপদেশ করিলে প্রদান,
সে জন হইবে ক্রমে আরো জ্ঞানবান।
সাধুজনে শিক্ষা দিলে জানিবে নিশ্চয়,
পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি তার ক্রমশই হয়।
১০ প্রজ্ঞার আরম্ভ হয় ঐশ্বরীয় ভয়,
ধর্ম্মজ্ঞান সেই যারে সুবিবেক কয়।
১১ কেননা আমার দ্বারা বাড়িবে বিস্তর,
পরমায়ু আর তব আয়ুর বৎসর।
১২ পাও যদি জ্ঞান, তার ভুঞ্জিবে সুফল,
নিন্দক হইলে দণ্ড পাইবে কেবল।
১৩ কলহকারিণী হয় অজ্ঞানা যে নারী,
বিবেক বঞ্চিতা আর বুদ্ধিহীনা ভারী।
১৪ নগরের উচ্চস্থান করিয়া মনন,
কিম্বা বসে গৃহদ্বারে পাতিয়া আসন।
১৫ সরল পথিকে ডাকি করে সম্ভাষণ,
১৬ হে অজ্ঞান! এই স্থানে কর আগমন।
আর ইহা বলি সেই নির্ব্বোধেরে কয়,
১৭ চৌর্য্য জল মিষ্ট, স্বাদু গুপ্ত অন্ন হয়।
১৮ কিন্তু প্রেত বিরাজিছে সদা তার ঘরে,
বুঝে না অতিথি যায় পাতাল ভিতরে।

---

১০ অধ্যায়।

১ জ্ঞানীপুত্র জনকের আনন্দজনক,
মূর্খ পুত্র জননীর যন্ত্রণাদায়ক।
২ দুষ্টতায় প্রাপ্ত ধনে নাহি ফলোদয়,
বিনাশ হইতে ধর্ম্ম দ্বারা ত্রাণ হয়।
৩ ধার্ম্মিক জনের প্রাণে, পরম ঈশ্বর,
হইতে না দেন কভু ক্ষুধায় কাতর।
ধার্ম্মিকেরে দেন প্রভু সতত মঙ্গল,
কিন্তু দুষ্টদের পথ করেন বিফল।
৪ শিথিল হস্তেতে কর্ম্ম করে যেই জন,
তার পক্ষে দরিদ্রতা ঘটে অনুক্ষণ।
যার হস্তে শীঘ্র হয় কর্ম্ম সমাধান,
তাহাকে তাঁহার হস্ত করে ধনবান্।
৫ যেই জন গ্রীষ্মকালে করয়ে সঞ্চয়,
বুদ্ধিমান্ পুত্র সেই নাহিক সংশয়।
শস্য কাটনের কালে নিদ্রিত যে থাকে,
লজ্জাকর পুত্র সবে বলয়ে তাহাকে।
৬ আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে তারে, ধার্ম্মিক যে জন,
দৌরাত্ম্যে আচ্ছন্ন থাকে দুষ্টের বদন।
৭ স্মরণীয় ধার্ম্মিকের নাম ধন্যময়,
দুষ্টদের নাম কিন্তু সদা জীর্ণ হয়।
৮ জ্ঞানবান্ লোকে আজ্ঞা করেন গ্রহণ,
পতিত অজ্ঞান হয়, বাচাল যে জন।

৯ নির্ভয়ে সরলগামী করেন গমন,
বক্রগামী শাস্তি পায়, নাহিক মোচন।
১০ দুঃখ দেয় যেই করে আঁখিতে ইঙ্গিত,
অজ্ঞান বাচাল কিন্তু হইবে পতিত।
১১ ধার্ম্মিকের মুখ হয় জীবন নির্ঝর,
দৌরাত্ম্যে আচ্ছন্ন থাকে দুষ্টের অধর।
১২ দ্বেষ দ্বারা বিবাদের হয় উৎপাদন,
প্রেমে কিন্তু দোষ যত করে আচ্ছাদন।
১৩ জ্ঞানিদের ওষ্ঠাধর আশ্রয় প্রজ্ঞার,
অজ্ঞানের পৃষ্ঠ হয়, দণ্ডের আধার।
১৪ জ্ঞানবান্‌গণে করে জ্ঞানের সঞ্চয়,
অজ্ঞানের মুখ কিন্তু বিনাশ আলয়।
১৫ ধন হয় ধনীদের সুদৃঢ় নগর,
দরিদ্রতা দরিদ্রের বিনাশ গোসর।
১৬ ধার্ম্মিকের শ্রম হয় জীবনজনক,
দুষ্টদের উপস্বত্ব কলুষ কারক।
১৭ হিত উপদেশ মান্য করে যেই জন,
জীবনের পথে সেই করয় ভ্রমণ।
যেই জন অনুযোগ না করে মানন,
অবশ্য ভ্রান্তিবিশিষ্ট হয় সেই জন।
১৮ দ্বেষ আচ্ছাদনকারী মিথ্যাবাদী হয়,
পর অপবাদকারী অজ্ঞান নিশ্চয়।
১৯ বহুবাক্যে দোষ ঘটে, জানি একারণ,

সেই বুদ্ধিমান্, ওষ্ঠ যে করে দমন।
২০ ধার্ম্মিকের জিহ্বা হয়, স্বচ্ছ ৰূপা তুল্য,
কিন্তু দুষ্টদের মন হয় অল্প মূল্য।
২১ করে ধর্ম্ম ওষ্ঠাধর, অনেকে পোষণ,
জ্ঞানাভাবে অজ্ঞানেরা ত্যজয়ে জীবন।
২২ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে করে ধনবান্,
তার সহ মনোদুঃখ না করেন দান।
২৩ অজ্ঞানগণের হর্ষ হয় কুক্রিয়াতে,
বুদ্ধিমানের আনন্দ কেবল প্রজ্ঞাতে।
২৪ দুষ্টপ্রতি তাই ঘটে, যাহে করে ভয়,
ধার্ম্মিকগণের বাঞ্ছা ফলবান্ হয়।
২৫ ঘূর্ণবায়ু বহে যেন দুষ্টেরা তদ্রূপ,
ধার্ম্মিকেরা চিরস্থায়ী ভিত্তির স্বৰূপ।
২৬ দন্তে অম্লরস যেন চক্ষে ধূম অতি,
তদ্রূপ অলস হয় প্রেরকের প্রতি।
২৭ ঈশ বিষয়ক ভয়ে আয়ু-বৃদ্ধি হয়,
দুষ্টদের বৎসরের ন্যূনতা করয়।
২৮ ধার্ম্মিকের প্রতীক্ষায় আনন্দ জন্মায়,
দুষ্টগণের প্রত্যাশা কিন্তু ক্ষয় পায়।
২৯ ঈশ্বরের পথ হয় সাধুদের দুর্গ,
দুষ্কর্ম্মিগণের হয় বিনাশের যোগ্য।
৩০ ধার্ম্মিকেরা বিচলিত হবে না কখন,
হইবে না দেশবাসী কিন্তু দুষ্টগণ।

৩১ ধার্ম্মিকের মুখে হয় প্রজ্ঞা নিঃসরণ,
বক্রবাদীর জিহ্বাকে করয়ে ছেদন।
৩২ ধার্ম্মিকের ওষ্ঠাধর প্রীতিকর হয়,
দুষ্টদের মুখে হয় বক্র ভাবোদয়।

---

১১ অধ্যায়ঃ

১ ঈশ্বর করেন ঘৃণা কৃত্রিম নিক্তিতে,
তাঁহার সন্তোষ আছে যথার্থ ঢকেতে।
২ গর্ব্বের সহিত দেখ আইসে তাচ্ছল্য,
নম্রশীলসহ হয় প্রজ্ঞার বাহুল্য।
৩ সরলে সুপথে লয় তাঁদের সাধুতা,
ধূর্ত্তদিগে নষ্ট করে তাদের খলতা।
৪ নিরর্থক হয় ধন ক্রোধের দিনেতে,
কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা করে নিধন হইতে।
৫ সাধুর ধর্ম্ম তাহার পথ সম করে,
দুষ্টেরা দুষ্টতা দ্বারা অবশ্যই মরে।
৬ সরলদিগে তাঁদের ধর্ম্মে ত্রাণ করে,
কুটিলেরা তাহাদের লোভে ধরা পড়ে।
৭ দুষ্ট মরিলে তাহার নষ্ট হয় আশা,
বলবান্‌দের হয় বিনষ্ট ভরসা।
৮ ধার্ম্মিক উদ্ধার পায় সন্তাপ হইতে,
পরে দুষ্ট যায়, দেখ, তাহার স্থানেতে।
৯ কপটি মুখের দোষে বন্ধুকে বিগড়ে,

ধার্ম্মিকেরা জ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ করে।
১০ ধার্ম্মিকগণের, দেখ, মঙ্গল হইলে,
নগরে আনন্দ রব করয়ে সকলে।
কিন্তু দুষ্টদের দেখ ধ্বংস যদি হয়,
জয়ধ্বনি শব্দ করে লোক সমুদয়।
১১ সরল আচারিদের আশীষ বচন,
তাহে হয় নগরের উন্নতি সাধন।
কিন্তু দুষ্টাচারীদের মুখের বাক্যেতে,
নগরের উৎপাটন হয় যে তাহাতে।
১২ স্ব বন্ধুকে তুচ্ছ করে নির্ব্বোধ যে হয়,
কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নীরবে সে রয়।
১৩ গুপ্ত কথা ব্যক্ত করি বেড়ায় দুর্জ্জন,
বিশ্বস্ত লোকেতে কথা করেন গোপন।
১৪ মন্ত্রণা অভাবে লোক ভ্রষ্ট হৈয়ে যায়,
কিন্তু মন্ত্রি বাহুল্যেতে লোকে রক্ষা পায়।
১৫ অজ্ঞাত লোকের হয় প্রতিভূ যে জন,
সেই ব্যক্তি কষ্ট পায় এ স্পষ্ট বচন।
প্রতিভূর কর্ম্মে ঘৃণা যেই জন করে,
নিরাপদে থাকে সেই বিপদে কি করে।
১৬ মনোহরা নারী, দেখ, লাভ করে মান,
নিজ বলে ধন লাভ করে বলবান্।
১৭ দয়ালু করে প্রাণের মঙ্গল ঘটনা,
নির্দ্দয় নিজ দেহের ঘটায় যন্ত্রণা।

১৮ মিথ্যা শ্রম করে মাত্র অধর্ম্মী কেবল,
ধর্ম্মবীজ বপকের হয় সত্য ফল।
১৯ যেমন জীবন লাভ করয়ে ধর্ম্মেতে,
সেই রূপ মৃত্যু লাভ ঘটে দুষ্টতাতে।
২০ যে কোন জনের হয় অসরল মন,
প্রভুর ঘৃণার পাত্র হয় সেই জন।
সরল পথেতে হয় যাহারা প্রবিষ্ট,
ঈশ্বর তাদের প্রতি হয়েন সন্তুষ্ট।
২১ পুরুষানুক্রমে পাপী দণ্ড না এড়াবে,
ধার্ম্মিকগণের বংশ রক্ষা যে পাইবে।
২২ শূকরের নাকে যেন শোভে স্বর্ণ নথ,
সুবিচারহীনা নারী সুন্দরী সে মত।
২৩ ধার্ম্মিকেরা উত্তমের আকাঙ্ক্ষিত হন,
ক্রোধের অপেক্ষা করে যত দুষ্টগণ।
২৪ কেহ দান করিয়াও বৃদ্ধি করে আয়,
কেহ ন্যায় ব্যয় ত্যজি দরিদ্রতা পায়।
২৫ দানশীল প্রাণী মাত্রে পরিতৃপ্ত রয়,
যে জন সেচয়ে জল জলে সিক্ত হয়।
২৬ আটক করিয়া শস্য যেই জন রাখে,
করয়ে অভিসম্পাত লোকেরা তাহাকে
কিন্তু যেই জন শস্য করেন বিক্রয়,
তাঁহার মস্তকে সদা আশীর্ব্বাদ রয়।
২৭ যে জন হিত কর্ম্মের থাকেন চেষ্টায়,

সেই জন অনুগ্রহ অবশ্যই পায়।
কিন্তু যেই জন করে অনিষ্ট কল্পনা,
ঘটিবে তাহার প্রতি অনিষ্ট ঘটনা।
২৮ যে জন নির্ভর করে আপনার ধনে,
সেই জন হইবেন পতিত বিধানে।
কিন্তু ধার্ম্মিকের হয় কার সহ তুল্য,
পল্লবের ন্যায় হয় সতত প্রফুল্ল।
২৯ যে জন স্বজনে দেয় কষ্টের সঞ্চার,
সেই জন বায়ুরূপ পায় অধিকার।
আর দেখ, সেই জন হয় জ্ঞানহীন,
পণ্ডিতের দাস্য কর্ম্মে থাকে সে অধীন।
৩০ অমৃত বৃক্ষেতে হয় যে ফল উৎপন্ন,
ধর্ম্মজ্ঞের সেই ফল, নহে কিছু ভিন্ন।
যে জন প্রবৃত্তি দিয়া পরের আত্মাকে,
সৎপথে লৈয়ে যায়, জ্ঞানী বলি তাঁকে।
৩১ ধার্ম্মিকেরা প্রতিফল পায় এ জগতে,
তবে দুষ্ট পাপীগণ এড়াবে কি মতে?

---

১২ অধ্যায়।

১ উপদেশে অনুরাগ প্রকাশে যে কেহ,
জ্ঞান ও সে ভাল বাসে নাহিক সন্দেহ।
যেই জন অনুযোগ করে অবহেলা,
পশুবৎ এক জন তারে যায় বলা।

২ প্রভুর সন্তোষপাত্র সুশীলেরা হয়,
কুতত্ত্বকারিকে দোষী করেন নিশ্চয়।
৩ কোন লোক দুষ্টতাতে সুস্থির না হয়,
কিন্তু ধার্ম্মিকের মূল দৃঢ় সদা রয়।
৪ গুণবতী নারী সেই অতি অনুপম,
সে নারী স্বামীর হয় মুকুটের সম।
কিন্তু লজ্জা দাত্রী নারী হয়েন যাঁহারা,
স্বামীর অস্থির ক্লেদ সদৃশ তাঁহারা।
৫ ধার্ম্মিকদের সংকল্প সত্যে হয় ভুক্ত,
দুষ্টদের পরামর্শ প্রবঞ্চনাযুক্ত।
৬ বধ করিবার জন্যে যত দুষ্টচয়,
লুক্কায়িত থাকনের কথা সবে কয়।
কিন্তু সরল আচারী, দেখ, প্রতি জনে,
সে সকলে রক্ষা পায় রসনার গুণে।
৭ দুষ্টেরা হইয়া নষ্ট ছিন্ন ভিন্ন হয়,
ধার্ম্মিকগণের বাটী স্থির ভাবে রয়।
৮ মনুষ্য নিজ কুশলে হয় প্রশংসিত,
কুটিলান্তঃকরণেরা হয় তুচ্ছীকৃত।
৯ সামান্য লোকের দাস্য কর্ম্মে আছে যেই,
খাদ্য হীন শ্লাঘাকারী হৈতে শ্রেষ্ঠ সেই।
১০ ধার্ম্মিকে নিজ পশুর প্রাণের বিষয়ে,
সতত করেন চিন্তা আপন হৃদয়ে।
কিন্তু দুষ্ট সমূহের দয়া আছে যাহা,

সে.দয়া ত দয়া নহে নির্দ্দয়তা তাহা।
১১ আপন ভূমির চাস করে যেই জন,
যথেষ্ট আহার দ্রব্য পায় সেই জন।
কিন্তু নিরর্থক কর্ম্মে ব্যস্ত যেই হয়,
সে জন নির্ব্বোধ অতি, জানিবে নিশ্চয়।
১২ দুর্জ্জনের লাভে পাপী বাঞ্ছয়ে অন্তরে,
ধার্ম্মিকের মূলে কিন্তু ফলোৎপন্ন করে।
১৩ নিজ ওষ্ঠ দোষে ধরা পড়য়ে দুর্জ্জন,
কিন্তু দুঃখে ত্রাণ পান ধর্ম্মপরায়ণ।
১৪ মঙ্গল মুখের গুণে নর তৃপ্ত হয়,
হস্তকৃত দানে ফল তাহারে বর্ত্তয়।
১৫ অজ্ঞানের পথ ভাল তাহার দৃষ্টিতে,
সেই জ্ঞানবান্ যুক্তি শুনে যে কর্ণেতে।
১৬ অজ্ঞানের ক্রোধ শীঘ্র ব্যক্ত হৈয়া পড়ে,
বিজ্ঞলোক অপমান আচ্ছাদন করে।
১৭ সত্যবাদীজন করে ধর্ম্মের বিকাশ,
মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চনা করয়ে প্রকাশ।
১৮ অস্ত্রাঘাত সম বাক্য বাচালের হয়,
জ্ঞানীর রসনা হয় যেন অনাময়।
১৯ সত্যবাদী ওষ্ঠ স্থায়ী হয় সদাতন,
মিথ্যাবাদী জিহ্বা স্থায়ী হয় অল্পক্ষণ।
২০ কুচিন্তাকারীর মনে থাকে প্রতারণা,
তাদের আনন্দ যারা দেয় সুমন্ত্রণা।

২১ বিপদ ঘটে না কোন ধার্ম্মিকের প্রতি,
কিন্তু দুষ্ট লোক প্রতি ঘটয়ে দুর্গতি।
২২ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ ঘৃণা করেন ঈশ্বর,
সত্যাচারীগণ হয় তাঁর তুষ্টিকর।
২৩ সতর্ক লোকেতে করে জ্ঞান সম্বরণ,
অজ্ঞতা প্রকাশ করে অজ্ঞানের মন।
২৪ কর্ম্মশীল হস্তে করে কর্ত্তৃত্ব সাধন,
কিন্তু কর দেয় সেই অলস যে জন।
২৫ লোকের মনের দুঃখে নত হয় মন,
তারে করে হর্ষ দান শান্তির বচন।
২৬ ধার্ম্মিক দেখায় পথ প্রতিবাসি জনে,
কিন্তু ভ্রান্তিকর পথে ভ্রমে দুষ্টগণে।
২৭ অলস সে ধৃতপশু পাকনা করয়,
ধর্ম্মশীল বহুমূল্য নররত্ন হয়।
২৮ ধর্ম্মের পথেতে সদা থাকয়ে জীবন,
সরল মার্গেতে নাই মৃত্যু কদাচন।

---

১৩ অধ্যায়।

১ জ্ঞানবান্ পুত্র শুনে পিতৃ উপদেশ,
শুনে না নিন্দক পুত্র ভৎর্সনা বিশেষ।
২ মনুষ্য মঙ্গলে তৃপ্ত মুখের গুণেতে,
প্রবঞ্চকদের লোভ ভোগায় উৎপাতে
৩ যেই জন রক্ষা করে আপন বয়ান,

সেই জন রক্ষা করে আপনার প্রাণ।
কিন্তু যেই ওষ্ঠাধর করয়ে ব্যাদান,
সে জনার অবশ্যই নাশ হয় প্রাণ।
৪ অলস করিয়া বাঞ্ছা পায় না কিঞ্চিৎ,
কর্ম্মশীল হৃষ্ট পুষ্ট হয় যথোচিত।
৫ ধার্ম্মিক করেন ঘৃণা অসত্য কথায়,
দুষ্টলোক অপমান লজ্জাও জন্মায়।
৬ সৎপথগামীকে ধর্ম্ম করয়ে রক্ষণ,
দুষ্টতা দ্বারাতে নষ্ট হয় পাপীগণ।
৭ কেহ কেহ হইয়াও অতি অকিঞ্চন,
আপনাকে দেখায় সে ধনির মতন।
আর কেহ নানা ধনে হৈয়ে অলঙ্কৃত।
আপনারে দেখায় সে দরিদ্রের মত।
৮ মানি প্রাণ রক্ষা হয় ধনের দ্বারায়,
দরিদ্র তর্জ্জন কিন্তু শুনিতে না পায়।
৯ ধার্ম্মিকের দীপ্তি হয় সদা দীপ্তিমান,
কিন্তু দুষ্টদের হয় প্রদীপ নির্ব্বাণ।
১০ গর্ব্ব হইতে কেবল জন্মায় বিরোধ,
যুক্তি গ্রাহ্যকারীদের আছে প্রজ্ঞা বোধ।
১১ আশুলব্ধ ধন যাহা, তাহা পায় ক্ষয়,
তার ধন বাড়ে যার ক্রমশঃ সঞ্চয়।
১২ হইতে আশার সিদ্ধি দেরি যদি হয়,
মন পীড়া সম হয় ব্যথিত হৃদয়।

কিন্তু বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈলে কিবা অনুপম,
যাদৃশ অমৃত বৃক্ষ হয় তার সম।
১৩ ঈশ্বরের বাক্য তুচ্ছ করে যেই জন,
সেই জন দণ্ড পায় না হয় মোচন।
কিন্তু যেই জন মান্য করয়ে আদেশ,
সেজন মঙ্গল পায় জানিবে অশেষ।
১৪ মৃত্যু রূপ ফাঁদ হৈতে করিবারে ত্রাণ,
সুধার উনুই সম জ্ঞানীর বিধান।
১৫ সুবুদ্ধি জনার ফল হয় অনুগ্রহ,
প্রবঞ্চকদের পথ অতীব দুর্ব্বহ।
১৬ সতর্কী সকলে করে জ্ঞানসহ কর্ম্ম,
প্রকাশ করয়ে মূর্খ আপনার মর্ম্ম।
১৭ যেই দুষ্ট দূত, সেই পড়ে বিপদেতে,
আরোগ্য স্বরূপ কিন্তু বিশ্বাস্য দূতেতে।
১৮ যেই জন উপদেশ তুচ্ছজ্ঞান করে,
দরিদ্রতা আর লজ্জা পায় সে অচিরে।
মনযোগে অনুযোগ মান্য করে যেই,
সর্ব্বদা মর্য্যাদাসহ আস্থা পায় সেই।
১৯ আশা সিদ্ধ হলে মনে মিষ্ট বোধ হয়,
দোষ ত্যাগ অজ্ঞানের ঘৃণার বিষয়।
২০ জ্ঞানীদের সঙ্গী হৈলে হয় জ্ঞানোদয়,
হইলে অজ্ঞের বন্ধু বিনষ্ট ঘটয়।
২১ আপদ পাপীর পিছে হয় ধাবমান্,

ধার্ম্মিকদিগকে দত্ত হইবে কল্যান।
২২ সাধুলোক পুত্রপৌত্রবর্গে আপনার
দিয়া যায় আপনার যত অধিকার।
কিন্তু পাপী যেই ধন করয়ে সঞ্চয়,
সে সকল ধার্ম্মিকের নিমিত্তই হয়।
২৩ বহু শস্য দরিদ্রের জন্মায় চাসেতে,
কারু সর্ব্বনাশ হয় ন্যায় অভাবেতে।
২৪ সেই জন অনিচ্ছুক হয় দণ্ড দিতে,
যেইজন ঘৃণা করে আপনার সুতে।
২৫ ধার্ম্মিকে তৃপ্তি পর্য্যন্ত করেন ভোজন,
দুষ্টদের পেট শূন্য থাকে অনশন।

---

১৪ অধ্যায়।

১ গুণবতী নারী নিজ গৃহ দৃঢ় করে,
অজ্ঞানা নিজের হস্তে তাহা ভাঙ্গি পাড়ে।
২ আপন সারল্যে যেই করেন গমন,
পরম ঈশ্বরে করে ভয় সেই জন।
কিন্তু বক্র পথগামী হয়েন যাঁহারা,
পরম ঈশ্বরে তুচ্ছ করেন তাঁহারা।
৩ মূর্খের মুখে গর্ব্বের দণ্ড থাকে স্পষ্ট,
তাহাদিগে রক্ষা করে জ্ঞানীদের ওষ্ঠ।
৪ গোরু না থাকিলে স্বচ্ছ থাকে খাদ্য পাত্র,
ধনের বাহুল্য জন্মে গোবলেতে মাত্র।

৫ বিশ্বাসী সাক্ষীতে মিথ্যা কহে না নিশ্চয়,
কিন্তু প্রবঞ্চক সাক্ষী মিথ্যা কথা কয়।
৬ নিন্দক করিলে চেষ্টা নাহি পায় জ্ঞান,
কিন্তু সহজেতে জ্ঞান পায় বুদ্ধিমান।
অজ্ঞের সম্মুখ হৈতে করহ প্রস্থান,
তারে ছাড়ি যাও যার ওষ্ঠে নাই জ্ঞান।
৮ সত্তর্কেতে প্রজ্ঞা পথ করে বিবেচনা,
মূর্খদের অজ্ঞানতা করা প্রবঞ্চনা।
৯ পাপে করে উপহাস অজ্ঞান যে কেহ,
ধার্ম্মিকগণের মধ্যে আছে অনুগ্রহ।
১০ মন বুঝে আপনার তিক্ততা অন্তরে,
তাহার সুখের ভাগী হয় না অপরে।
১১ দুষ্টদের বাটী হয় বিনষ্ট ত্বরায়,
সরলগণের কিন্তু তাম্বু শোভা পায়।
১২ কোন পথ নর দৃশ্যে ভাল বোধ হয়,
তাহার শেষেতে কিন্তু মৃত্যুপথ রয়।
১৩ হাস্য কালে কভু হয় মনোদুঃখোদয়,
কভু আনন্দের শেষে বিষণ্নতা হয়।
১৪ বিপথে গমন করে মনে মনে যেই,
নিজ আচরণ ফলে পূর্ণ হয় সেই।
কিন্তু সাধুলোকদের সরল হৃদয়,
আপনা হইতে সবে সদাতৃপ্ত হয়।
১৫ মূঢ়েরা সর্ব্ব কথায় করয়ে প্রত্যয়,

পাদ বিক্ষেপের যুক্তি সতর্কী করয়।
১৬ মন্দ হৈতে ফিরে জ্ঞানী মনে করি ভয়,
অজ্ঞান যে ক্রোধী আর দুঃসাহসী হয়।
১৭ অজ্ঞানের কর্ম্ম করে হঠাৎ ক্রোধী মাত্র,
কুপরামর্শীরা হয় ঘৃণাকর পাত্র।
১৮ জ্ঞানাভাব অধিকার পায় অবিজ্ঞেতে,
বিজ্ঞ হয় বিভূষিত জ্ঞান মুকুটেতে।
১৯ সুজনগণের কাছে দুষ্ট নত রয়,
ধার্ম্মিকগণের দ্বারে পাপী নম্র হয়।
২০ দরিদ্র অপ্রিয় হয় বন্ধুর নিকটে,
ধনীর অনেক বন্ধু কিন্তু আসি জুটে।
২১ যে করে মিত্রকে তুচ্ছ পাপ সে করয়,
দরিদ্রে যে দয়া করে, শুভ তার হয়।
২২ কুসঙ্কল্প মনে মনে করয়ে যাহারা,
ভ্রমে ভ্রান্ত সর্ব্বক্ষণ নহে কি তাহারা?
যাহারা সংকল্প করে সতত সততা,
সে সবারে দয়া আর ঘটয়ে সত্যতা।
২৩ যাবতীয় পরিশ্রমে হয় সংস্থান,
বাচাল যে জন তার হয় অকুলান।
২৪ জ্ঞানবানদের হয় মুকুট সম্বল,
মূর্খদের অধিকার অজ্ঞতা কেবল।
২৫ সত্যবাদী সাক্ষী করে প্রাণের রক্ষণ,
মিথ্যাবাদী সাক্ষী কিন্তু করয়ে বঞ্চন।

২৬ সুদৃঢ় বিশ্বাসভূমি ঈশ্বরকে ভয়,
সন্তানগণের হন তিনিই আশ্রয়।
২৭ জীবন উৎসুই সম ঈশ প্রতি ভয়,
মৃত্যুরূপ ফাঁদ হৈতে পরিত্রাণ হয়।
২৮ প্রজার বাহুল্যে হয় সম্ভ্রম রাজার,
প্রজার অভাবে ঘটে রাজ অপকার।
২৯ সে বড় পণ্ডিত, ক্রোধে ধীর যেই জন,
আশুক্রোধী অজ্ঞানতা করে প্রকাশন।
৩০ দেহের জীবন সম হয় সুস্থ মন,
অন্তর্জ্বালা অস্থি মধ্যে ময়লা যেমন।
৩১ দরিদ্রের প্রতি করে উপদ্রব যেই,
তাহার স্রষ্টার করে অপমান সেই।
কিন্তু দীনহীনে দয়া করয়ে যে কেহ,
ঈশ্বরে সম্ভ্রম করে সেই নিঃসন্দেহ।
৩২ দুষ্ট লোক আপনার দুরাচার তায়,
তাড়িত হইয়া সেই লোকান্তরে যায়।
ধার্ম্মিক জনের কিন্তু সে দশা ত নয়,
মৃত্যু কালে ধার্ম্মিকের প্রত্যাশা থাকয়।
৩৩ জ্ঞানীর হৃদয়ে প্রজ্ঞা থাকে গুপ্তভাবে,
অজ্ঞানীঅন্তরে উঠে ভাসিয়া স্বভাবে।
৩৪ ধর্ম্মেতে রাজ্যের হয় উন্নতি সাধন,
দেশের কলঙ্ক হয় পাপের কারণ।
৩৫ বুদ্ধিমান দাসে রাজ দয়া বে বর্ত্তয়,

লজ্জাদায়ী দাস তাঁর ক্রোধপাত্র হয়।

---

১৫ অধ্যায়।

১ কোমল উত্তর ক্রোধ নিবারণ করে,
কঠিন বাক্যেতে ক্রোধ জন্মায় অন্তরে।
২ জ্ঞানী জিহ্বা প্রকাশয়ে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা,
অজ্ঞানে উদ্গার করে মুখে অজ্ঞানতা।
৩ পরমেশ্বরের চক্ষু সর্ব্বত্রে থাকিয়া,
অধম উত্তমদিগে থাকেন দেখিয়া।
৪ সুধাবৃক্ষসম হয় রসনা মিলক,
বিচ্ছিন্ন রসনা হয় শান্তি বিনাশক।
৫ নিজ পিতৃ উপদেশ তুচ্ছ করে মূর্খ,
যেজন ভৎর্সনা মানে, সেইত সতর্ক।
৬ ধার্ম্মিকের গৃহে থাকে নানাবিধ ধন,
দুষ্টের সম্পত্তি হয় ব্যাকুল কারণ।
৭ জ্ঞানীর ওষ্ঠেতে জ্ঞান প্রকাশ করয়,
কিন্তু অজ্ঞানের মন সচঞ্চল হয়।
৮ দুষ্টদের বলিদান প্রভুর ঘৃণিত,
সরলের প্রার্থনাতে হন হর্ষান্বিত।
৯ ঈশ্বর দুষ্টের পথ ঘৃণা যে করয়,
ধর্ম্মের অনুগামীর প্রতি প্রেম হয়।
১০ সৎপথ ত্যাগীর দুঃখ শাস্তিও ঘটিবে,
ভৎর্সনা যে ঘৃণা করে, সে জন মরিবে।

১১ নরক ও পরলোক যে প্রভু দেখয়,
নর বংশমন তাঁর গোচর কি নয় ?
১২ নিন্দক তিরস্কারীকে নাহি করে স্নেহ,
গতায়াত করে নাকো জ্ঞানীদের সহ।
১৩ আনন্দিত মন মুখ প্রফুল্ল করয়,
মনের দুঃখেতে আত্মা বিষাদিত হয়।
১৪ পণ্ডিতের মন জ্ঞান অন্বেষণ করে,
অজ্ঞানের মুখ জ্ঞানহীন ক্ষেত্রে চরে।
১৫ দুঃখীর সকল দিন দুঃখেতেই যায়,
হৃষ্টচিত্ত নিত্য ভোজ হয় যে তাহায়।
১৬ চিন্তাসহ বহু ধন সেও কিছু নয়,
বরং প্রভুভক্তিসহ অল্প ভাল হয়।
১৭ দ্বেষ ভাবে পুষ্ট গোরু ভোজনে কি ফল,
বরঞ্চ প্রণয়ে শাক ভোজনে মঙ্গল।
১৮ ক্রোধী লোকে বিবাদ সে জন্মায় অন্তরে,
কিন্তু ক্রোধে ধীর লোক বৈর শান্তি করে।
১৯ কণ্টকের বেড়া সম অলসের পথ,
ধার্ম্মিকের পথ হয় রাজপথ মত।
২০ জ্ঞানী পুত্র পিতার সে আনন্দ জন্মায়,
অজ্ঞান পুত্র মাতাকে তুচ্ছ যে করায়।
২১ নির্ব্বোধ আনন্দ করে মূর্খতা যাহাতে,
কিন্তু বুদ্ধিমান্ লোক চলে সোজা পথে।
২২ মন্ত্রণা অভাবে হয় কল্পনা বিফল,

অনেক মন্ত্রীতে হয় সম্পন্ন সকল।
২৩ মনুষ্য নিজ উত্তরে আনন্দ করয়,
কেমন উচিত কালে বাক্য ভাল হয়।
২৪ অধস্থ পাতাল হৈতে রক্ষণ করিতে,
জ্ঞানীকে জীবন পথে লয়েন ঊর্দ্ধেতে।
২৫ গর্ব্বিতগণের গৃহ বিনাশ করেন,
বিধবার সীমা স্থির প্রভুই রাখেন।
২৬ দুষ্টের কল্পনা হয় প্রভুর ঘৃণিত,
কিন্তু মনোহর কথা হয় শুচীকৃত।
২৭ লোভী লোক কষ্ট দেয় নিজ পরিবারে,
সে জীবিত থাকে যেই ঘুষ ঘৃণা করে।
২৮ উত্তর করিতে চিন্তে ধার্ম্মিকের মন,
নির্গত দুষ্টের মুখে হয় কুবচন।
২৯ প্রভু দুষ্টদের হৈতে থাকেন দূরেতে,
প্রার্থনা ধার্ম্মিকদের শুনেন কর্ণেতে।
৩০ মনকে চক্ষুর দীপ্তি হর্ষিত করয়,
সুসমাচার দ্বারায় অস্থি পুষ্ট হয়।
৩১ জীবন দায়ী ভৎর্সনা শুনে কর্ণে যেই,
জ্ঞানীগণদের মধ্যে থাকে সদা সেই।
৩২ যে জন শাস্তিতে দেখ অসম্মত হয়,
সেই আপনার প্রাণ তাচ্ছল্য করয়।
কিন্তু যেই জন কানে শুনে তিরষ্কার
সেই ব্যক্তি জ্ঞান পায় হৃদে আপনার।

৩৩ প্রভু বিষয়ক ভয় জ্ঞানের শিক্ষক,
নম্রতার অগ্রগামী উন্নতি দায়ক।

---

১৬ অধ্যায়।

১ মনুষ্য সংকল্প করে আপন মনেতে,
জিহ্বার উত্তর হয় ঈশ্বর হইতে।
২ মনুষ্যগণের দেখ পথ সমুদয়,
নিজ নিজ দৃষ্টে তাহা পরিষ্কৃত হয়।
কিন্তু যে পরমেশ্বর জগৎপালক,
সবার আত্মার তিনি হন পরীক্ষক।
৩ নিজ কার্য্য ঈশ্বরেতে কর সমর্পণ,
তাহে তব সিদ্ধ হবে যা কিছু মনন।
৪ প্রভু নিজ অভিপ্রায় সাধন কারণ,
করেছেন সকলই আপনি সৃজন।
বিশেষ রূপেতে দেখ যত দুষ্টগণে,
করিতে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দুর্দ্দশার দিনে।
৫ মনে অহঙ্কারী বর্গে ঈশ্বরের ঘৃণা,
সে সকলে কোন ক্রমে দণ্ড এড়াবে না।
৬ দয়া গুণ আর পুন সত্যতা হইতে,
পাপের মোচন হয় দেখহ ইহাতে।
অপর পরমেশ্বর বিষয়ক ভয়,
লোকেরা কুক্রিয়া তাহে ত্যাগ যে করয়।
৭ কোন মানুষের গতি যে ভাবেতে রয়,

তাহা যদি ঈশ্বরের তুষ্টিকর হয়।
তাহার শত্রুগণেও তাহার সংহতি,
মিলন করান তিনি ঘটান সম্প্রীতি।
৮ অন্যায় বিশিষ্ট বহু ধনে কিবা ফল,
ধর্ম্ম যুক্ত অল্প ধন সে হয় মঙ্গল।
৯ নিজ পথে চিন্তা করে মনুষ্যের মন,
করেন ঈশ্বর তার গতি নিরূপণ।
১০ মন্ত্র যুক্তি থাকে সদা রাজার ওষ্ঠেতে,
বিচার না হয় ভ্রান্তি তাহার মুখেতে।
১১ সত্য চক্ আর নিক্তি ঈশ্বরের কৃত,
থলেতে মাপ্ প্রস্তর তাঁহার নির্মীত।
১২ পাপ কর্ম্ম রাজাদের ঘৃণাকর রয়,
যেহেতু সিংহাসন ধর্ম্মে স্থির রয়।
১৩ ধর্ম্ম যুক্ত ওষ্ঠে হয় হৃষ্ট রাজগণ,
ন্যায় বাদী তাহাদের প্রেমের ভাজন।
১৪ মৃত্যুর দূত স্বরূপ রাজার যে ক্রোধ,
কিন্তু তাহা শান্ত করে যার আছে বোধ।
১৫ হইলে রাজাধিরাজের প্রসন্ন বয়ান,
তাহা হেরি সুস্থ চিত্ত দেহে হয় প্রাণ।
আর তার অনুগ্রহ বলিব কিরূপ,
দ্বিতীয় বর্ষার যেন মেঘের স্বরূপ।
১৬ সোনা চেয়ে জ্ঞান লাভ কেমন উৎকৃষ্ট,
রূপা চেয়ে বুদ্ধি লাভ কেমন সে শ্রেষ্ঠ।

১৭ সরলের রাজ পথ পাপ ত্যাগ করা,
নিজ মার্গে মনযোগ করেন যাঁহারা,
আপনার প্রাণ রক্ষা করেন তাঁহারা।
১৮ বিনাশের পূর্ব্বে মনে হয় অহঙ্কার,
পতনের আগে গর্ব্ব মনেতে সঞ্চার।
১৯ অহঙ্কারীদের সহ চুরী করা ধন,
বণ্টন অপেক্ষা ভাল নম্র করা মন।
নত লোকদের সহ করিয়া মিলন।
২০ কর্ম্ম পটু লোক পায় মঙ্গল অগণ্য,
যে রাখে ঈশ্বরে ভার সেই হয় ধন্য।
২১ জ্ঞানীলোক বুদ্ধিমান নামে হয় খ্যাত,
মিষ্ট কথা বৃদ্ধি করে জ্ঞানীর পাণ্ডিত্য।
২২ জীবন উনুই সম জ্ঞানীর কৌশল,
অজ্ঞদের উপদেশ অজ্ঞতা কেবল।
২৩ মুর্খকে করান শিক্ষা জ্ঞানীর হৃদয়,
তাঁর ওষ্ঠে পাণ্ডিত্যের বৃদ্ধি ক্রমে হয়।
২৪ মনোহর কথা মিষ্ট মৌচাক্ সমান,
অস্থির মর্জ্জার সম তুষ্ট হয় প্রাণ।
২৫ নর দৃষ্টে কোন পথ ভাল বোধ হয়,
তাহার শেষেতে কিন্তু মৃত্যু পথ রয়।
২৬ ক্ষুধায় পরিশ্রমিকে কর্ম্মে রত করে,
তার মুখ ভার রাখে তাহারি উপরে।
২৭ খনন করিয়া তোলে কুক্রিয়া পামরে,

জলন্ত অঙ্গার থাকে তাহার অধরে।
২৮ বিবাদ জন্মায় খল সদা পরস্পরে,
পরিবাদকর্ত্তা সেই মিত্র ভেদ করে।
২৯ আপন মিত্রের ভ্রান্তি দুর্বৃত্তে জন্মায়,
আর তাহাকে লইয়া কুপথেতে যায়।
৩০ কুচিন্তা করিতে চক্ষু করে সে মুদ্রিত,
ওষ্ঠ লাড়ি কুকর্ম্ম সে করে সম্পাদিত।
৩১ ধর্ম্মপথে থাকি যাঁর পক্ক হয় কেশ,
তাঁহার শোভার সেই মুকুট বিশেষ।
৩২ ক্রোধ কালে ধীরভাবে যেই লোক থাকে,
বীর পুরুষের চেয়ে ভাল বলি তাকে।
নিজ মনে জয় করে যে করি নিয়ম,
সে নগর জয়কারী হৈতে শ্রেষ্ঠতম।
৩৩ গুলিবাঁট ফেলা যায় কোলেতে আপন,
করেন ঈশ্বর কিন্তু তাহা নিরূপণ।

---

১৭ অধ্যায়।

১ বিদ্বেষ ভোজেতে গৃহ পূর্ণ কিছু নয়,
শান্তিযুক্ত এক শুষ্ক গ্রাসও ভাল হয়।
২ বুদ্ধিমান দাস নিজ বুদ্ধির দ্বারায়,
লজ্জাদায়ি পুত্রোপরে কর্ত্তৃত্ব খাটায়।
৩ মুষিতে রজত আর হাপরে সোনার,
সদাপ্রভু পরীক্ষক সরল আত্মার।

৪ দুরাচারি দুষ্ট লোক হইবে যাহারা,
কদালাপি ওষ্ঠে কথা শুনায় তাহারা;
সতত অসত্যে রত মিথ্যাবাদি নরে,
বিনাশক জিহ্বাতে সে কর্ণপাত করে।
৫ দীন হীনে পরিহাস করে যেই জন,
তাহার স্রষ্টাকে নিন্দা করে সেই জন।
পরের বিপদে করে আনন্দ যে জন,
সেই দণ্ড এড়াবে না আছে নিরূপণ।
৬ বৃদ্ধের পৌত্রাদিগণ, মুকুটের সম,
পিতৃরা বালকদের শোভা অনুপম।
৭ বাক্‌পটু ওষ্ঠ হয় মূর্খের যে রূপ,
মিথ্যা কথা রাজ ওষ্ঠে অশোভা তদ্রূপ।
৮ গ্রাহকের দৃষ্টে দান হয় মণিময়,
যথা যায়, তথা সেই কৃতকার্য্য হয়।
৯ দোষ আচ্ছাদন করে দেখ যেই জন,
প্রেমের চেষ্টায় থাকে সেই বিলক্ষণ।
যে কেহ তাহার কথা কহে বার বার,
মিত্রভেদ জন্মায় সে অতি দুরাচার।
১০ জ্ঞানবানে অনুযোগ লাগয়ে যেমন,
লাগে না অজ্ঞানে শত প্রহার তেমন।
১১ কেবল বিরোধ চেষ্টা করে দুর্জ্জনেতে,
যাইবে নিষ্ঠুর দূত তার বিপরীতে।
১২ নিজ অজ্ঞতাতে মগ্ন হয় যেই জন,

কিবা ফল হেন জন সহ দরশন।
তাহার অপেক্ষা বরং মঙ্গল ইহাতে,
দেখা হয় হত বৎসা ভল্লূকী সহিতে।
১৩ উপকার পাইয়া যে করে অপকার,
অনিষ্ট না করে ত্যাগ তাহার আগার।
১৪ দ্বন্দ্বারম্ভ সেতুভঙ্গ জনের সমান,
ক্রোধের পূর্ব্বেতে কর দ্বন্দ্ব সমাধান।
১৫ নির্দ্দোষী করিয়া দুষ্টে দোষে যে ধার্ম্মিকে,
সদাপ্রভু বড় ঘৃণা করেন তাহাকে।
১৬ বুদ্ধি নাই যার হেন অজ্ঞানের করে,
কেন থাকে ধন, যাহে প্রজ্ঞা ক্রয় করে।
১৭ সকল সময়ে প্রেম করে বন্ধুজন,
ভ্রাতা জন্মে করিবারে বিপদ মোচন।
১৮ হস্তে তালী দিয়া সেই যে হয় অজ্ঞানী,
পরের সম্মুখে হয় প্রতিভূ আপনি।
১৯ বিরোধ যে ভালবাসে মনেতে আপন,
অপরাধ ভালবাসে জানিবে সে জন।
নিজ দ্বার উচ্চ আর যে জন করয়,
বিনাশের চেষ্টা করে নাহিক সংশয়।
২০ পায় না সৌভাগ্য কভু ক্রূর মনা লোকে,
জিহ্বা যার বক্রবাদী, পড়ে সে বিপাকে।
২১ মূর্খের জনমদাতা স্বদুঃখ জন্মায়,
আর অজ্ঞানের পিতা আনন্দ না পায়।

২২ ঔষধের ন্যায় সুস্থ করে হর্ষ-মন,
ভগ্নমনে অস্থি শুষ্ক করে অনুক্ষণ।
২৩ বিচারের পথ বক্র দুষ্টেরা করিতে,
উৎকোচ গ্রহণ করে কাঁকালি হইতে।
২৪ জ্ঞানীর সম্মুখে প্রজ্ঞা থাকে বলবতী,
মূর্খের দর্শন পৃথ্বী অন্তে করে গতি।
২৫ মূর্খপুত্র জনকের মনস্তাপ প্রায়,
আর জননীর সেই শোক জনমায়।
২৬ ধার্ম্মিকেরে শাস্তি দান হয় অনুচিত,
প্রহার মহাত্মাগণে না হয় বিহিত।
২৭ কহে না যে বহুকথা, সেই জ্ঞানবান,
আর স্থিরআত্মাজন হয় বুদ্ধিমান।
২৮ মূর্খ লোক নীরবেতে যত দিন থাকে,
তত্তদিন জ্ঞানী বলি গণয়ে তাহাকে।
ওষ্ঠাধর যেই জন করয়ে মুদ্রিত,
বুদ্ধিমান বলি তারে করয়ে গণিত।

---

১৮ অধ্যায়।

১ নিজ ইষ্ট চেষ্টা করে, পৃথক যে জন,
তাবৎ কুশলে হস্ত করয়ে অর্পণ।
২ বুদ্ধিতে সন্তুষ্ট কভু অজ্ঞানের নয়,
প্রকাশিতে মন কথা তুষ্ট সেই হয়।
৩ দুষ্ট এলে অবজ্ঞাও হয় উপনীত,

নিন্দা-আগমন অপমানের সহিত।
৪ নর-মুখ-কথা জল সুগভীর প্রায়,
প্রজ্ঞার প্রবাহ পূর্ণ জল-স্রোত ন্যায়।
৫ করিতে ধর্ম্মীর মন্দ বিচার সময়,
দুষ্ট জন মুখাপেক্ষা কর্ত্তব্য ত নয়।
৬ অজ্ঞানে বিরোধে লয়ে যায় ওষ্ঠ তার,
মুখ তার আজ্ঞা দেয় করিতে প্রহার।
৭ আত্ম-বিনাশন হয় অজ্ঞান বদন,
ওষ্ঠ তার জীবনের ফাঁদের মতন।
৮ কর্ণে জপ বাক্য সব মিষ্ট অন্নপ্রায়,
মর্ম্মের ভিতরে তাহা প্রবেশিয়া যায়।
৯ আপন কার্য্যেতে যেই আলস্য করয়,
অপব্যয়ী সহোদর সদৃশ সে হয়।
১০ পরমেশ-নাম হয় দৃঢ় দুর্গ প্রায়,
রক্ষা পায় ধার্ম্মিকেরা পলায়ে তথায়।
১১ সুদৃঢ় নগর উচ্চ প্রাচীর মতন,
আপনার ধনে জ্ঞান করে ধনী জন।
১২ গর্ব্বিত মানব-মন বিনাশের আগে,
নম্র কিন্তু সম্মান-ঘটন পূর্ব্ব ভাগে।
১৩ অগ্রে বাক্য নাহি শুনি সহসা উত্তর,
অজ্ঞানতা হয় আর বড় লজ্জাকর।
১৪ সক্ষম পুরুষ মন ব্যথা সহিবারে,
মনের ভগ্নতা কিন্তু কে সহিতে পারে?

১৫ বুদ্ধিমান মন জ্ঞান করে উপার্জ্জন,
জ্ঞানীর শ্রবণ গুণে জ্ঞানের কথন।
১৬ উপহার মানুষের রাজপথ প্রায়,
মহৎ লোকের পাশে তারে লয়ে যায়।
১৭ বাদীজনে প্রথমেতে বিচার সময়,
ধার্ম্মিক বলিয়া সকলের বোধ হয়।
পশ্চাতে আসিয়া কিন্তু প্রতিবাদী তার,
পরীক্ষা করয়ে সেই জন কি প্রকার।
১৮ গুলিবাঁট দ্বারা হয় বিরোধ খণ্ডন,
বলবানদের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন।
১৯ অপকারে রুষ্ট জন সতত দুর্জয়,
দুর্গের অর্গলসম বিসংবাদ হয়।
২০ মানব উদর মুখ-ফলে তৃপ্ত হয়,
আপন ওষ্ঠের ফলে পরিপূর্ণ রয়।
২১ মরণ জীবন হয় অধীন জিহ্বার,
ভাল বাসে তায় যারা ফল ভুঞ্জে তার।
২২ পরম সামগ্রী লভে ভার্য্যা যেই পায়,
আর পায় সেই জন ঈশ্বর কৃপায়।
২৩ দরিদ্র ব্যক্তিরা কয় বিনয় বচন,
২৪ কঠিন উত্তর দেয় কিন্তু ধনীজন।
অনেক যাহার বন্ধু ক্ষতি তার হয়,
তবু বন্ধু ভ্রাতা চেয়ে সুহৃদ আছয়।

---

১৯ অধ্যায়।

১ কটুভাষী মূর্খ লোক যতেক আছয়,
সরল দরিদ্র ভাল তার চেয়ে হয়।
২ জ্ঞানহীন ব্যগ্রতাত কভু ভাল নয়,
হঠাৎগামীরা করে পাপের সঞ্চয়।
৩ অজ্ঞানতা মানবেরে বিপথেতে লয়,
ঈশ্বর বিরুদ্ধে তার মন ক্রুদ্ধ হয়।
৪ বান্ধব অনেক মিলে বিতরিলে ধন,
বন্ধু হৈতে দূরীকৃত কিন্তু দীন জন।
৫ মিথ্যা সাক্ষী নাহি পারে দণ্ড এড়াইতে,
মিথ্যাবাদী-জন কভু পারে না বাঁচিতে।
৬ স্তুতিবাদ করে বটে অনেকে রাজার,
বন্ধু কিন্তু হয় সবে জানিবে দাতার।
৭ দীনহীন সহোদরে ঘৃণে সহোদর,
দূরে যায় বন্ধুগণ তা হৈতে বিস্তর।
করিলে তোদের বাক্য ফল অন্বেষণ,
কিছুমাত্র নাহি পায় কভু সেই জন।
৮ ভাল বাসে প্রাণে জ্ঞান পায় সেই জন,
সৌভাগ্য সে পায়, বুদ্ধি যে করে রক্ষণ।
৯ কোন কালে মিথ্যা সাক্ষী দণ্ড না এড়ায়,
মিথ্যাবাদী যারা হয়, তারা নাশ পায়।
১০ অজ্ঞানের সুখ-ভোগ শোভে না যেমন,
রাজ পরে দাসদের কর্তৃত্ব তেমন।

১১ ভাবিয়া মানব করে ক্রোধ সম্বরণ,
দোষ ক্ষমা করা তার শোভার মতন।
১২ রাজ ক্রোধ হয় সিংহ গর্জ্জনের প্রায়,
কৃপা তার তৃণস্থিত শিশিরের ন্যায়।
১৩ ক্লেশদাতা জনকের নির্ব্বোধ সন্তান,
নারী দ্বন্দ্ব নিত্য বিন্দু পাতের সমান।
১৪ পিতা হৈতে প্রাপ্ত হয় বাটী আর ধন,
প্রভু হৈতে জ্ঞানবতী বনিতা রতন।
১৫ আলস্য করয়ে ঘোর নিদ্রায় মগন,
ক্ষুধা ভোগ করে সদা অলস যে জন।
১৬ আজ্ঞা পালে যেই জন প্রাণ রক্ষা করে,
যে ছাড়ে আপন পথ সেই জন মরে।
১৭ দরিদ্রদিগকে দয়া যেই জন করে,
ঋণেতে আবদ্ধ করে সে জন ঈশ্বরে।
পরিশোধ করিবারে অবশ্য এ দান,
করিবেন পরমেশ উচিত বিধান।
১৮ আশা যদি থাকে পুত্রে করহ শাসন,
নাহি বাঞ্ছে মন যেন তাহার মরণ।
১৯ অতি রাগী লোক যারা তারা শাস্তি পায়,
মুক্তি দিলে দোষ সেই করে পুনরায়।
২০ শেষ কালে জ্ঞানবান হওন কারণ,
উপদেশ গুণ শিক্ষা করহ গ্রহণ।
২১ কল্পনা বিস্তর নর হৃদয়ে উদয়,

প্রভুর মন্ত্রণা মাত্র কিন্তু স্থির রয়।
২২ মনুষ্যের হয় জেনো সৌজন্য ভূষণ,
মিথ্যাবাদী অপেক্ষায় ভাল দীন-জন।
২৩ জীবনদায়ক হয় ঐশ্বরীয় ভয়,
অধিকারী যেই তার সেই তৃপ্ত হয়।
২৪ অলস রাখিলে হস্ত থালেতে তাহার,
উদ্যোগ না করে দিতে মুখে পুনর্ব্বার।
২৫ নিন্দকে যদ্যপি তুমি করহ দণ্ডন,
সতর্ক হইবে তায় জড়মতি জন।
বুদ্ধিমানে যদি তুমি কর অনুযোগ,
উত্তর উত্তর তার হয় জ্ঞানযোগ।
২৬ আপনার জনকের করে অপচয়,
জননীরে দূরীভূত করে যে তনয়,
অপমানজনক সে লজ্জাকর হয়।
২৭ উপেক্ষা করিয়া হায় জ্ঞানের কথন,
বিপথে যে উপদেশ করায় ভ্রমণ,
হে পুত্র, সে সব তুমি করো না শ্রবণ।
২৮ বিচার নারকী সাক্ষী করে পরিহাস,
দুষ্টের বদন করে অধর্ম্মেরে গ্রাস।
২৯ নিন্দকের লাগি দণ্ড প্রস্তুত নিশ্চয়,
মূর্খদের পৃষ্ঠ হেতু প্রহার আছয়।

২০ অধ্যায়।

১ কলহকারিণী সুরা নিন্দক আসব,
জ্ঞানবান নয় তায় ভ্রান্ত যেই সব।
২ সেই জন সে রাজার কোপ জনমায়,
নিজ প্রাণ বিরুদ্ধে সে পাপ করে হায়।
৩ বিবাদ হইতে ক্ষান্ত হইলেই হয়,
মনুষ্যের সুগৌরব জানিবে নিশ্চয়।
৪ বহিতে চাহে না হাল কুড়ে শীত ভয়ে,
ভিক্ষা তাই নাহি মিলে শস্যের সময়ে।
৫ মানবের হৃদয়ের পরামর্শ যত,
নিশংসয় সুগভীর জলরাশি মত।
অতি বড় বুদ্ধিমান হয় যেই জন,
সেই সবে সেই জন করে উত্তোলন।
৬ অনেকেই সৌজন্যের ব্যস্ত প্রশংসায়,
বিশ্বস্ত মনুষ্য কিন্তু কোথা পাওয়া যায়।
৭ ধার্ম্মিক সারল্যে নিজ করয়ে গমন,
তার পর হয় ধন্য তার পুত্ত্রগণ।
৮ বিচারের আসনেতে বসিয়া রাজন,
নিজ দৃষ্টে করে সব অন্যায় চালন।
৯ পরিশুদ্ধ করিলাম আপনার মন,
পরিষ্কৃত পাপ হৈতে "হৈলাম আপন,"
বলিতে কে পারে বল এমন বচন।
১০ বহুবিধ চক, তৈল নানান প্রকার,

উভয় ঘৃণিত হয় পরম পিতার।
১১ বালকে কার্য্যের দ্বারা বেশ জানা যায়,
পবিত্র সরল কি না, কর্ম্মেতে বুঝায়।
১২ দর্শক নয়ন দুটি শ্রোতা কর্ণ দ্বয়,
পরমেশ্বরের সৃষ্ট হয় সে উভয়।
১৩ নিদ্রায় কখন তুমি ভাল না বাসিবে,
বাসিলে দীনতা তব অবশ্য ঘটিবে,
চক্ষু মেল, খাদ্যে তুমি সুতৃপ্ত হইবে।
১৪ ভাল নয় ভাল নয়, ক্রেতা ইহা বলে,
শ্লাঘা করে পরে কিন্তু গিয়া অন্য স্থলে।
১৫ মুকুতা সমূহ আর যতেক কাঞ্চন,
তার কাছে জ্ঞানী ওষ্ঠ-অমূল্য ভূষণ।
১৬ তার বস্ত্র লৈয়া পর প্রতিভূ যে জন,
বিদেশীর যেই তারে বন্ধক গ্রহণ।
১৭ মিষ্টলাগে মানুষেরে প্রতারণা ফল,
শেষে মুখ পূর্ণ হয় কাঁকরে কেবল।
১৮ বিচারেতে স্থিরীকৃত পরামর্শ যত,
পরামর্শ করি তাই যুদ্ধে হবে রত।
১৯ পর অধিকারচর্চ্চী করিয়া ভ্রমণ,
প্রকাশ করয়ে বাক্য অতীব গোপন।
অতএব মুখ আল্‌গা হইবে যাহার,
নাহি কর তার সঙ্গে কভু ব্যবহার।
২০ জননী জনকে করে যেই শাপ দান,

অন্ধকারে হয় তার প্রদীপ নির্ব্বাণ।
২১ শীঘ্র মিলে প্রথমেতে যেই অধিকার,
মঙ্গল না হয় কিন্তু শেষকালে তার।
২২ দুষ্টেদিব প্রতিফল এমন বচন,
বদনে করোনা তুমি কভু উচ্চারণ।
পরমেশ্বরের তুমি থাক অপেক্ষায়,
রক্ষা করিবেন তিনি নিশ্চয় তোমায়।
২৩ প্রভুর ঘৃণিত ঢক নানাবিধ হয়,
আর কাটা নিক্তি ভাল কোন ৰূপে নয়।
২৪ নিশ্চয় করেন প্রভু মানব গমন,
কি ৰূপে বুঝিবে পথ সে তবে আপন।
২৫ সহসা মানত করা, পরেতে বিচার,
ফাঁদের স্বৰূপ ইহা জেনো তুমি সার,
২৬ জ্ঞানীরাজ পাপীগণে ছিন্ন ভিন্ন করে,
গমন করায় চক্র তাদের উপরে,
২৭ ঐশ্বরীয় দীপ প্রায় আত্মা মানবের,
অন্তঃস্থান সন্ধান সে করয়ে মর্ম্মের।
২৮ দয়া সত্যতায় হয় রক্ষিত রাজন,
দয়া বলে হয় স্থির তাঁর সিংহাসন।
২৯ শারীরিক বল হয় যুবার শোভন,
শুভ্রবর্ণ পক্ককেশ বৃদ্ধের ভূষণ।
৩০ দুষ্টতা কলঙ্ক দূর দণ্ড দানে করে,
প্রহার আঘাতে শুদ্ধ করয়ে অন্তরে।

২১ অধ্যায়।

১ প্রভুহস্তে নৃপ মন জল পথপ্রায়,
আপন ইচ্ছায় তিনি ফিরান তাহায়।
২ স্বচক্ষে সরল সব পথ মানবের,
পরীক্ষা করেন বিধি মন সকলের।
৩ বলিদান অপেক্ষায় ধর্ম্ম, ন্যায় কার্য্য,
নিশ্চয় হইয়া থাকে ঈশ্বরের গ্রাহ্য।
৪ অহঙ্কার দৃষ্টি, আর মন গর্ব্বময়,
দুষ্টলোক-শোভা তিন পাপ পূর্ণ হয়।
৫ কর্ম্ম-ক্ষম চিন্তা হৈতে লভ্য হয় ধন,
হঠকারী হৈতে কিন্তু দৈন্য সংঘটন।
৬ মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা সঞ্চিত যে ধন,
মরিছে যে জন তার শ্বাসের মতন।
৭ দুষ্টের দৌরাত্ম্য তারে করিবে সংহার,
কেননা তাহারা ন্যায় করে না স্বীকার।
৮ বক্র পথগামী যায় বিপথে কেবল,
পবিত্র যে জন নিজ কাজেতে সরল।
৯ বরঞ্চ ছাতের কোনে বাস ভাল হয়,
কলহ-কারিণী সহ বড় গৃহে নয়।
১০ দুষ্টের সদাই বাঞ্ছা অনিষ্ট সাধন,
বন্ধু লোক কৃপা তার না পায় কখন।
১১ দণ্ড দিলে নিন্দকেরে মূঢ়ে জ্ঞান পায়,
জ্ঞানী পেলে উপদেশ, জ্ঞান বৃদ্ধি তায়।

১২ দুষ্ট বংশ ধার্ম্মিকের বিবেচনা স্থল,
যেহেতু দুষ্টের ঘটে সদা অমঙ্গল।
১৩ দীনের ক্রন্দনে কর্ণ রোধে যেই জন,
না শুনিবে কেহ, সেই করিলে ক্রন্দন।
১৪ গোপনেতে দত্ত দানে কোপ-শান্তি হয়,
বক্ষে দত্ত পুরস্কারে ক্রোধেরে নাশয়।
১৫ ন্যায় কার্য্যে ধার্ম্মিকের আনন্দ অপার,
বিধর্ম্মী জনের তাতে ভয়ের সঞ্চার।
১৬ জ্ঞান পথ ছাড়ি যেই করয়ে ভ্রমণ,
প্রেত সভা মাঝে বাস করিবে সে জন।
১৭ যে জন সুখেতে রত, দীন হবে সেই,
ধনী নাহি হবে দ্রাক্ষা, তৈলাসক্ত যেই।
১৮ প্রতারক দুষ্ট লোক যতেক আছয়,
ধার্ম্মিক-সরল-জন-মুক্তি-মূল্য হয়।
১৯ বরঞ্চ মরুতে বাস বাঞ্ছনীয় হয়,
দ্বন্দ্ব-প্রিয়া ক্লেশদাত্রী নারী সঙ্গে নয়।
২০ জ্ঞানী গৃহে রহে সদা তৈল আর ধন,
অপচয় করে তাহা মূর্খ যেই জন।
২১ কৃপা অনুবর্ত্তী যেই ধর্ম্ম পিছে যায়,
জীবন, সম্মান, ধর্ম্ম অবশ্যই পায়।
২২ সহজে প্রবেশে জ্ঞানী বলীর নগরে,
বুদ্ধি বলে তার শক্ত গড় ধ্বংস করে।
২৩ রক্ষা করে আপনার মুখ, জিহ্বা যেই,

কষ্ট হৈতে নিজ প্রাণে রক্ষা করে সেই।
২৪ অভিমানী, স্ফীত জনে নিন্দক বলয়,
দর্প করি অত্যাচারে রত সেই হয়।
২৫ অলস বিনষ্ট হয়, নিজ ইচ্ছাক্রমে,
যেহেতু তাহার হস্ত অসম্মত শ্রমে।
২৬ সমস্ত দিবস লোভ করে সে বিস্তর,
ধার্ম্মিক করয়ে দান, হয় না কাতর।
২৭ ঘৃণাস্পদ দুষ্টদের বলিদান যত,
মন্দ অভিপ্রায়ে দিলে আরো বিশেষত।
২৮ মিথ্যাবাদী সাক্ষী যত বিনষ্ট হইবে,
কিন্তু যে শুনিবে তাহা সদাই কহিবে।
২৯ আপনার মুখ দৃঢ় করে দুষ্ট জন,
সুদৃঢ় করয়ে পথ সরলে আপন।
৩০ প্রভুর বিরুদ্ধে কভু হয় কার্য্যকারী,
মন্ত্রণা এমন, জ্ঞান, বুদ্ধি নাহি হেরি।
৩১ যুদ্ধের দিনের জন্য অশ্ব সজ্জা হয়,
দয়াময় প্রভু হস্তে রহে কিন্তু জয়।

---

২২ অধ্যায়।

১ সুখ্যাতি বড়ই ভাল ধন অপেক্ষায়,
রূপা, সোনা, চেয়ে ভাল গণিবে কৃপায়।
২ ধনবান দরিদ্রেতে হৈতেছে মিলন,
উভয়েরে কিন্তু প্রভু করেন সৃজন।

৩ সতর্কে বিপদ দেখি সহজে লুকায়,
মন্দবুদ্ধি অগ্রে গিয়া কিন্তু শাস্তি পায়।
৪ সম্মান জীবন ধন, এ গুলি কেবল,
ঈশ্বরেতে ভয় আর নম্রতার ফল।
৫ কাঁটা ফাঁদ বক্র পথগামীর পথেতে,
রক্ষিতে যে চায় প্রাণে, থাকুক দূরেতে।
৬ বালকে শিখাও তার গম্য পথ যাহা,
প্রাচীন হইলে তবু, ছাড়িবে না তাহা।
৭ কর্ত্তৃত্ব দরিদ্র পরে করে ধনবান্,
ঋণগ্রস্ত উত্তমর্ণ দাসের সমান।
৮ অধর্ম্মের বীজ করে যে জন বপন,
দুর্গতিস্বরূপ শস্য কাটে সেই জন,
প্রস্তুত আছয়ে এবে প্রস্তুত আছয়,
কোপযুক্ত দণ্ড তার নাহিক সংশয়।
৯ আশীর্ব্বাদ লভে সেই, কৃপা দৃষ্টি যার.
কারণ সে দীনে দেয় খাদ্য অংশ তার।
১০ তাড়াও নিন্দকে, যাবে বাহিরে কলহ,
নিবৃত্ত বিরোধ হবে অপমান সহ।
১১ ভালবাসে নির্ম্মলতা মনের যে জন,
ওষ্ঠ মিষ্ট হেতু তার সুহৃদ রাজন।
১২ প্রভুর নয়ন জ্ঞানে রক্ষেন সর্ব্বথা,
বঞ্চকের বাক্য তিনি করেন অন্যথা।
১৩ বহির্ভাগে সিংহ আছে অলসেতে কয়,

রাজ পথে হত হবে এই তার ভয়।
১৪ গভীর গহ্বর তুল্য কুলটাবদন,
পড়ে তাহে ক্রোধ পাত্র প্রভুর যে জন।
১৫ অজ্ঞানতা বন্ধ থাকে বালক অন্তরে,
শাসনের দণ্ড কিন্তু তারে দূর করে।
১৬ আপনার ধন বৃদ্ধি করিবার তরে,
উপদ্রব যেই করে দরিদ্র উপরে;
ধনবানে আর দান করে যেই জন,
অবশ্যই হয় তার দৈন্য সংঘটন।
১৭ কর্ণপাতি শুন তুমি জ্ঞানীর বচন,
মম উপদেশ বাক্যে দাও তব মন।
১৮ অন্তরে থাকিলে তাহা সুখদ হইবে,
তোমার ওষ্ঠকে ভাল শোভিত করিবে।
১৯ বশ্বাস তোমার থাকে প্রভুতে অটল,
তাই তোমা জানাইনু অদ্য এ সকল।
২০ সত্য বাক্য-যথার্থতা যাহাতে তোমায়,
জানাইতে পারি আমি, এই কামনায়।
কিম্বা যদি কোন জন ডাকায়ে পাঠায়,
যথার্থ উত্তর যেন দিতে পার তায়,
২১ এই অভিপ্রায় হেতু আমি কি তোমায়,
লিখি নাই যুক্তিগর্ভ জ্ঞানের কথায় ?
২২ দীন বড় দুঃস্থজন, ইহার কারণ,
দ্রব্য তার কোন মতে করো না হরণ,

বিচারের স্থানে এলে উপদ্রুত জন,
তাদের উপরে কভু করো না পীড়ন।
২৩ যেহেতু তাদের যত বিবাদের স্থল,
সুনিষ্পত্তি করিবেন প্রভু সে সকল।
তাহাদের দ্রব্য যারা করয়ে হরণ,
ধ্বংস করিবেন প্রভু তাদের জীবন।
২৪ বন্ধুত্ব রাগীর সঙ্গ করো না কখন,
ক্রোধীজন সঙ্গে নাহি করিবে গমন।
২৫ শিক্ষা পাছে কর্রি সব তাহার মতন,
ফাঁদে ফেলাইয়া দিবা আপন জীবন।
২৬ হস্তে হস্ত দেয়, ঋণী-প্রতিভূ যে হয়,
তার মধ্যে এক জন হবে না নিশ্চয়।
২৭ যদ্যপি ক্ষমতা নাই ঋণ শুধিবার,
আটক কি হেতু শয্যা হইবে তোমার।
২৮ পুরাতন ভূমি-চিহ্ন করো না মোচন,
দিয়াছে যে চিহ্ন পিতৃ পিতামহগণ।
২৯ অবিলম্বী নিজ কাজে বড়ই যতন,
দেখিতে পাইছ হেন লোক কোন জন;
নীচ কাছে দাঁড়াইতে হবে না তাহারে,
অবশ্য দাঁড়াবে সেই রাজার গোচরে।

---

২৩ অধ্যায়।

১ দেশের অধ্যক্ষ সহ বসিলে ভোজনে,

সম্মুখে তোমার কিবা বিবেচিবে মনে।
২ পেট পরায়ণ তুমি যদ্যপিহই লে,
তা হৈলে গলায় ছুরি আপনার দিলে।
৩ না করিও লোভ কভু সুখাদ্যে তাহার,
কারণ সে হয় জেনো বঞ্চনা আহার।
৪ সঞ্চয় করিতে ধন করো না যতন,
নির্ভর করো না কভু বুদ্ধিতে আপন।
৫ কি কারণ করিতেছ লোভ দৃষ্টি ধনে,
কোন মতে থাকে না সে বেস জেনো মনে,
বাজপক্ষী আকাশেতে উড়য়ে যেমন,
পক্ষ যুক্ত হৈয়ে উড়ে যায় তথা ধন।
৬ কুদৃষ্টি লোকের খাদ্য করো না ভোজন,
লালসা সুখাদ্যে তার করো না কখন।
৭ যেহেতু যেমন করে হৃদয়ে মনন,
নিশ্চয় তদ্রূপ হয় জানিবে সে জন।
পান বা ভোজন কর মুখে বটে কয়,
মন কিন্তু কিছু মাত্র তোমা প্রতি নয়।
৮ ভোজন করেছ যাহা করিবে বমন,
অপচয় মিষ্ট বাক্য করিবে আপন।
৯ অজ্ঞানের কর্ণে কথা কয়ো না কখন,
কেননা তুচ্ছিবে তব কুশল বচন।
১০ পুরাতন ভূমিচিহ্ন করো না মোচন,
আর পিতৃহীনক্ষেত্র সীমার লঙ্ঘন।

১১ মুক্তি দাতা তাহাদের বলবান অতি,
করিবেন তোমাদের বিবাদ নিষ্পত্তি।
১২ উপদেশে দিবে মন করিয়া যতন,
শুনিবে পাতিয়া কর্ণ জ্ঞানের কথন।
১৩ বালকে শাসিতে ত্রুটি করো না কখন,
দণ্ড প্রহারেতে তার হবে না মরণ।
১৪ তাহারে দণ্ডের দ্বারা করহ প্রহার,
নরক হইতে প্রাণ রক্ষা হবে তার।
১৫ হে পুত্র, তোমার মন জ্ঞানী যদি হয়,
আনন্দিত হইবেক আমার হৃদয়।
১৬ ওষ্ঠ যদি কয় তব যথার্থ বচন,
আহ্লাদিত হইবেক তাহে মম মন।
১৭ হিংসা যেন মন তব পাপিরে না করে,
ডরিবে সমস্ত দিন প্রভুরে অন্তরে।
১৮ পরকাল অবশ্যই যেহেতু আছয়,
আশা তব ব্যর্থ কভু হইবার নয়।
১৯ শ্রবণ করহ পুত্র, জ্ঞানী তাহে হও,
মানসে তোমার তুমি সৎপথে লও।
২০ মাংস লোভী দ্রাক্ষারসে মত্ত যেই জন,
এ রূপ লোকের সঙ্গ করো না গ্রহণ।
২১ ঔদরিক মত্তজন দরিদ্রতা পায়,
জীর্ণ বস্ত্র নিদ্রালুতা মানুষে পরায়।
২২ জন্মদাতা পিতৃ বাক্য সদাই শুনিবে,

বৃদ্ধা জননীরে কভু তুচ্ছ না করিবে।
২৩ না কর বিক্রয়, ক্রয় কর সত্যতায়,
প্রজ্ঞা উপদেশ কিনো সুবিবেচনায়।
২৪ ধার্ম্মিক জনের পিতা হৃষ্ট অতিশয়,
বিদ্বানের জন্মদাতা আনন্দ লভয়।
২৫ আহ্লাদিত হৌন তব জনক জননী,
আনন্দ করুক তব গরভ ধারিণী।
২৬ হে পুত্র, তোমার মন কর মোরে দান,
চক্ষেতে আমার পথ কর প্রিয় জ্ঞান।
২৭ সুগভীর খাত সম বেশ্যা আছে জানা,
অপ্রশস্ত কূপ প্রায় হয় বারাঙ্গনা।
২৮ দস্যুর সমান গুপ্ত থাকে সে কেবল,
বাড়ায় মনুষ্য মাঝে প্রবঞ্চক দল।
২৯ কাহারও আর্ত্তনাদ; কার হাহাকার?
কার বা বিবাদ ও, ভাবনা কাহার?
আঘাত কাহার বল হয় অকারণ?
রক্তিম বরণ হয় কাহার নয়ন?
৩০ দ্রাক্ষারস পানে যারা বহুকাল রয়,
সুরা অন্বেষণ করে, তাহাদের হয়।
৩১ যখন দ্রাক্ষার রস রক্ত বর্ণ ময়,
পাত্র মাঝে যতক্ষণ তেজস্কর হয়,
সহজে যখন হয় গলাধঃকরণ,
দৃষ্টি তুমি তার প্রতি করো না তখন।

৩২ কাম্‌ড়াইবে শেষে তাহা সর্পের মতন,
আর বিষধর সম করিবে দংশন।
৩৩ বারাঙ্গনাগণে চক্ষু তোমার দেখিবে,
মন তব অসঙ্গত বচন কহিবে।
৩৪ সমুদ্রে মাস্তুল পরে যে করে শয়ন,
তোমারে হইতে হবে তাহার মতন।
৩৫ তখন কহিবে তারা মেরেছে আমায়,
কিছু মাত্র পীড়া আমি পাইনি তাহায়,
তাহারা আমায় বটে করেছে প্রহার,
বোধ কিন্তু হয় নাই সে সব আমার,
যখন জাগ্রৎ আমি হইব কখন,
করিব তাহার আর বার অন্বেষণ।

——

২৪ অধ্যায়।

১ দুর্বৃত্ত সকলে তুমি হিংসা না করিবে,
থাকিতে তাদের সঙ্গে কভু না ইচ্ছিবে।
২ দৌরাত্ম্য কল্পনা করে তাদের অন্তর,
ওষ্ঠ উচ্চারণ করে বাক্য ক্লেশকর।
৩ প্রজ্ঞার বলেতে গৃহ নিরমান হয়,
বুদ্ধি বলে কিন্তু তাহা স্থির ভাবে রয়।
৪ জ্ঞা ন দ্বারা পূর্ণ হয় কুঠরী সকল,
বহু মূল্য ভাল ভাল দ্রব্যেতে কেবল।
৫ বিজ্ঞ ব্যক্তি বলবান জানিবে নিশ্চয়,

পরাক্রমশালী অতি জ্ঞানবান হয়।
৬ যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে অনেক চিন্তিবে,
বহুল হইলে মন্ত্রী বিজয় হইবে।
৭ মূর্খের নিকটে প্রজ্ঞা উচ্চ অতিশয়,
বিচার স্থানে সে মুখ কভু না খুলয়।
৮ মন্দ কল্পনায় রত যাহারা কেবল,
বিখ্যাত কুমন্ত্রী নামে তাহারা সকল।
৯ অজ্ঞানের কল্পনাই হয় পাপময়,
ঘৃণিত সবার কাছে নিন্দক যে হয়।
১০ হইলে সাহস হীন বিপদ সময়,
তোমার দেহের শক্তি অল্প অতিশয়।
১১ পরাণে বিনাশ হেতু ধৃত যে সকল,
উদ্ধার তাদের করি সাধিবে মঙ্গল।
হত্যা করিবার তরে যারে লয়ে যায়,
অবহেলা কভু তুমি করো না তাহায়।
১২ কিছুই জানি না যদি বলিবে কথায়,
মন-পরীক্ষক যিনি, বুঝিবে না তায়?
প্রাণ রক্ষাকর্ত্তা তব হন যেই জন,
জানিতে কি পারিবে না তোমার মনন?
প্রতি জনে নিজ নিজ ক্রিয়া অনুসারে,
দিবে না কি ফল তিনি জিজ্ঞাসি তোমারে?
১৩ স্বাদু বড় মধু, পুত্র! তাই কর পান,
মধু চক্র মুখে তব হবে মিষ্ট জ্ঞান।

১৪ আপন মনের জন্য করিবে প্রজ্ঞায়
বাঞ্ছনীয় জ্ঞান তুমি, কহিনু তোমায়,
উপার্জ্জিলে তায় পাবে পারত্রিক ফল,
কখন তোমার আশা হবে না বিকল।
১৫ লুকায়ে থেকো না তুমি দুষ্টের মতন,
করিবারে ধার্ম্মিকের বাটী আক্রমণ,
আশ্রম তাহার নষ্ট করো না কখন
১৬ যেহেতু ধার্ম্মিক উঠে পড়ি সাতবার,
আপদে নিমগ্ন কিন্তু হয় দুষ্টাচার।
১৭ হর্ষিত হৈয়োনা দেখে শত্রুর পতন,
পাইলে সে বিঘ্ন নাহি হৈয়ো হৃষ্টমন।
১৮ ইহা দেখি প্রভু পাছে অসন্তুষ্ট হন,
করেন তাহার প্রতি ক্রোধ সম্বরণ।
১৯ কদাচারী লোক দেখি ব্যাকুল হৈয়ো না,
দুষ্টে দেখি কভু তার মাৎর্য্য করোনা।
২০ কদাচারী পারত্রিক মঙ্গল না পায়,
দুষ্টের প্রদীপ নিবে বলিনু তোমায়।
২১ রাজারে, প্রভুরে, পুত্র ? ভয় কর মনে,
মিলো না কখন তুমি চলচিত্ত সনে।
২২ যে হেতু হঠাৎ হবে বিনাশ তাদের,
জানিতে পারিবে কেবা ধ্বংস উভয়ের।
২৩ বিদ্বান জনের এই কথা সব হয়,
মুখাপেক্ষা অকর্ত্তব্য বিচার সময়।

২৪ দুষ্টে ধর্ম্মপরায়ণ বলে যেই জন,
লোকে তারে করে ঘৃণা শাপে প্রজাগণ।
২৫ কিন্তু দোষ অনুযোগকারী যেই হয়,
আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে তার প্রীতিপাত্র হয়।
২৬ যথার্থ উত্তরকারী হয় যেই জন,
লোকে তার ওষ্ঠাধর করয়ে চুম্বন।
২৭ বাহিরে তোমার কার্য্য প্রস্তুত করিবে,
ক্ষেত্রে তাহা শেষ করি বাটী নির্ম্মাইবে।
২৮ প্রতিবাসী বিপক্ষেতে তুমি অকারণ,
দিও না কখন সাক্ষী দিও না কখন।
২৯ মোর প্রতি করিয়াছে যে রূপ আচার,
তদ্রূপ করিব আমি সঙ্গেতে তাহার।
যে কাজ যাহার, দিব ফল সে তেমন,
কৈও না কখন তুমি এরূপ বচন।
৩০ গিয়াছিনু এক দিন ক্ষেত্রে অলসের,
দ্রাক্ষা ক্ষেত্র আছে আর যথা অজ্ঞানের।
৩১ দেখ, পরিপূর্ণ তাহা বিছুটি কাঁটায়,
প্রস্তর প্রাচীর তার ভগ্ন ছিল, হায়।
৩২ নেহারি সে সব মনে করিনু চিন্তন,
উপদেশ পাইলাম করিয়া দর্শন।
৩৩ নিদ্রা তন্দ্রা শয়নেতে ক্রমে কাল হরি,
আনিলে তোমার হস্ত যড় সড় করি।
৩৪ দস্যু আসে যথা আর সেনা সুসজ্জিত,

দীনতা তোমার তথা হবে উপস্থিত।

---

২৫ অধ্যায়।

১ শলোমন সুমতির হিত উপদেশ,
নিম্নেতে লিখিত যাহা গুণেতে অশেষ।
যিহুদা দেশেতে ছিল হিষ্কিয় রাজন,
সংগ্রহিল এই সবে তাঁর লোকগণ।
২ কথায় গোপন করা ঈশ্বর গৌরব,
সন্ধান তাহার লওয়া রাজার সৌরভ।
৩ স্বর্গের উচ্চতা যথা নীচতা ধরার,
বোধের অগম্য তথা অন্তর রাজার।
৪ রূপা হৈতে খাদ তুমি কর বহির্গত,
স্বর্ণকার দ্বারা পাত্র হইবে নির্ম্মিত।
৫ রাজার নিকট হৈতে দুষ্টে দূর কর,
ধর্ম্মে সিংহাসন তার হবে স্থিরতর।
৬ আত্মশ্লাঘা করিবে না সম্মুখে রাজার,
প্রধানের পদে সেথা না দাঁড়াবে আর।
৭ কারণ পেয়েছ তুমি যে রাজদর্শন,
ভাল নয় তাঁর কাছে মর্য্যাদা খণ্ডন;
"উচ্চতর স্থানে এস" বরঞ্চ এমন,
আজ্ঞা প্রাপ্তি হয় তব মঙ্গল কারণ।
৮ হঠাৎ করো না দ্বন্দ্ব কোপের আবেশে,
লজ্জা দিলে প্রতিবাসী কি করিবে শেষে?

৯ বিবাদ পড়সী সঙ্গে নিষ্পত্তি করিবে,
পরের গোপন কথা নাহি প্রকাশিবে।
১০ প্রকাশ করিলে যেই করিবে শ্রবণ,
তোমায় সতত লজ্জা দিবে সেই জন।
অপযশ কোন কালে হবে না মোচন।
১১ রৌপ্য পাত্রে শোভে যথা ফল স্বর্ণময়,
যথা কালে সৎ কথা সেই রূপ হয়।
১২ সুবর্ণের নথ যথা অথবা যেমন
সুনির্ম্মল কাঞ্চনের হয় অভরণ;
আজ্ঞা অনুবর্ত্তী কর্ণ প্রতি তথা হয়
জ্ঞানগর্ভ তিরস্কার নাহিক সংশয়।
১৩ শস্য-চ্ছেদ কালে হিম সুস্নিগ্ধ যেমন,
প্রেরক নিকটে দূত বিশ্বাসী তেমন,
যেহেতু যুড়ায় প্রাণ কর্ত্তার আপন।
১৪ মিথ্যাদান বিষয়ে যে দর্প কথা কয়,
নির্জ্জল বাতাস মেঘ সমতুল্য হয়।
১৫ দীর্ঘ সহিষ্ণুতা দ্বারা রাজা অনুনীত,
কোমল রসনা গুণে অস্থি ভগ্নীকৃত।
১৬ মধু পেলে পরিমিত করিবে ভক্ষণ,
নচেৎ জন্মিলে ঘৃণা করিবে বমন।
১৭ প্রতিবাসী আবাসেতে যেতে বার বার,
নিবৃত্ত করিবে তুমি চরণে তোমার,
কারণ সে হবে শত্রু ঘৃণা হৈলে তার।

১৮ প্রতিবাসী বিরুদ্ধে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়,
সে জন খড়গ গদা তীক্ষ্ণ বাণ প্রায়।

১৯ ভগ্নদন্ত খঞ্জপদ হয় সে যেমন,
কষ্ট কালে প্রতারকে বিশ্বাস তেমন।

২০ শীতের সময়ে বস্ত্র পরিত্যাগ প্রায়,
অথবা সোরায় অম্লরস দান ন্যায়,
ব্যথিত হৃদয় পার্শ্বে সঙ্গীত সে হায়!!

২১ ক্ষুধিত হইলে শত্রু ভোজন করাও,
তৃষ্ণাতুর হয় যদি, জল তারে দাও।

২২ এই কার্য্য দ্বারা তুমি মস্তকে তাহার,
রাখিবে জ্বলন্ত প্রায় অগ্নি-রাশি-ভার,
লভিবে ইহার ফল হস্তে বিধাতার।

২৩ উত্তরীয় বায়ু বৃষ্টি দূর করে যথা,
কর্ণে জপ জিহ্বারে সে ক্রোধ দৃষ্টি তথা।

২৪ বরঞ্চ ছাতের কোণে বাস শ্রেয়ঃ হয়,
কলহকারিণী সহ বড় গৃহে নয়।

২৫ পিপাসা কাতরে যথা সুশীতল জল,
দূর দেশ হৈতে তথা সম্বাদ কুশল।

২৬ নির্ঝর মলিন জল আকর মতন,
দুষ্টের সম্মুখে হয় ধর্ম্মের পতন।

২৭ ভাল নয় মধু পান প্রচুর যেমন,
ভার তথা গৌরবের হয় অন্বেষণ।

২৮ যে জন আপন মনে না করে দমন,

প্রাচীরবিহীন ভগ্ন নগর মতন।

---

২৬ অধ্যায়।

১ গ্রীষ্মে হিম অসম্ভব শীতে বৃষ্টি যথা,
অজ্ঞানের অদৃষ্টেতে মান্য লাভ তথা।
২ নিকটে না আসে পক্ষী যে করে ভ্রমণ,
নাহি আসে তাল চোঁচ অথবা যেমন,
অকারণে দত্ত শাপ জানিবে তেমন।
৩ অশ্বহেতু কশা বল্গা গাধার যেমন,
মূর্খ পৃষ্ঠ লাগি তথা দণ্ড প্রয়োজন।
৪ উত্তর না দিবে মূর্খে মূর্খতানুসারে,
কি জানি হইতে হয় তদ্রূপ তোমারে।
৫ মূর্খতার অনুযায়ী উত্তরিলে তায়,
পাছে মূর্খ জ্ঞানী মনে ভাবে আপনায়।
৬ যে করে মূর্খের দ্বারা সম্বাদ প্রেরণ,
ক্ষতি প্রাপ্ত হয়, কাটে পদ সে আপন।
৭ দেখিতে কুৎসিত যথা খঞ্জের চরণ,
অজ্ঞানের মুখে শ্লোক শুনিতে তেমন।
৮ প্রস্তর পুঞ্জেতে মণি থলিয়া যেমন,
মূর্খ জনে সেই রূপ সম্ভ্রম অর্পণ।
৯ কণ্টক মত্তের হস্তে বিপদের স্থল,
অজ্ঞানের মুখে শ্লোক তাই অবিকল।

১০ বিশ্বের সৃজনকর্ত্তা অতীব মহান,
যে লঙ্ঘে তাঁহার আজ্ঞা আর যে অজ্ঞান,
করেন উভয়ে তিনি প্রতিফল দান।

১১ নিজ বমি প্রতি ফিরে কুক্কুর যেমন,
অজ্ঞান তেমতি ফিরে অজ্ঞানে আপন।

১২ জ্ঞানবান আপনারে ভাবে যেই জন,
দেখিতেছ বল দেখি, সে লোক কেমন ;
বরঞ্চ মূর্খের কাছে প্রত্যাশা আছয়,
তাহার নিকটে কিন্তু কিছুমাত্র নয়।

১৩ জনপূর্ণ রাজ পথে সিংহ বসি রয়,
আর পথে আছে সিংহ অলসেতে কয়।

১৪ কব্জাতে কপাট যথা তাহার মতন,
পড়িয়া অলস সদা শয্যায় আপন।

১৫ অলস রাখিলে হস্ত থালে একবার,
মুখেতে তুলিতে পুনঃ কষ্ট হয় তার।

১৬ সৎ পরামর্শী সপ্ত জন অপেক্ষায়,
অলস অধিক জ্ঞানী ভাবে আপনায়।

১৭ পথে যেতে পরদ্বন্দ্বে হাত যেই দেয়,
সেই জন কুক্কুরের কর্ণ-গ্রাহী প্রায়।

১৮ যে ক্ষিপ্ত নিক্ষেপ করে জ্বলন্ত অঙ্গার,
মরণজনক বাণে ছুড়ে সদা আর।

১৯ প্রতিবাসী জনে করি যেই প্রতারণ,
“ক্রীড়া করিতেছি না কি?” বলয়ে এমন,
সমতুল হয় জেনো এই দুই জন।
২০ কাষ্ঠের অভাবে যথা আগুন নির্ব্বাণ,
কর্ণেজপ অভাবেতে দ্বন্দ্ব অন্তর্দ্ধান।
২১ অঙ্গারে অঙ্গার কাষ্ঠ অগ্নিতে যেমন,
বিরোধ বৃদ্ধির প্রতি বিরোধী তেমন।
২২ কর্ণেজপ বাক্য মিষ্ট অন্ন প্রায় হয়,
মন অভ্যন্তরে তাহা প্রবেশ করয়।
২৩ স্তুতিকর ওষ্ঠ আর দুষ্টান্তঃকরণ,
রৌপ্য পত্রে সুমণ্ডিত খাপরা মতন।
২৪ মনোমধ্যে প্রতারণা রাখিয়া গোপন,
ঘৃণাকারী ওষ্ঠে কয় কপট বচন।
২৫ বিশ্বাস করো না তায়, মাধুর্য্যে কথার,
ঘৃণ্য দ্রব্যে পূর্ণ মন যেহেতু তাহার।
২৬ কাপট্যে যাহার ঘৃণা আচ্ছাদিত রয়,
সভামাঝে দোষ তার প্রকাশিত হয়।
২৭ খাত খুদে যেই জন সে পড়ে তাহায়,
ফিরে লাগে তারে যেই প্রস্তর গড়ায়।
২৮ মিথ্যাবাদী জিহ্বা দেয় ক্লেশ যেই জনে,
তাহাকেই ঘৃণা সেই করে মনে মনে,
বিনাশের কর্ম্ম করে স্তাবক বদনে।

২৭ অধ্যায়।

১ কল্যের বিষয়ে গর্ব্ব কথা না কহিবে,
না জান দিনেক মধ্যে কি রূপ ঘটিবে।
২ অন্যেতে করুক তব প্রশংসা কীর্ত্তন,
না করুক মুখ তব তাহা উচ্চারণ।
সুখ্যাতি তোমার ভাল করুক অপরে,
নাহি করে যেন তব নিজ ওষ্ঠাধরে।
৩ প্রস্তর বালুকা বটে ভারী বলা যায়,
অজ্ঞানের রাগ ভারী দুই অপেক্ষায়।
৪ ক্রোধ ত দুরন্ত কোপ প্রলয় ঘটায়,
স্ত্রীজন্য অন্তর্জ্বালার কাছে কে দাঁড়ায়?
৫ গুপ্ত-প্রেম অপেক্ষায় জানিবে নিশ্চয়,
প্রকাশিত অনুযোগ বড় ভাল হয়।
৬ বিশ্বাসের যোগ্য হয় বন্ধুর দণ্ডন,
অবিশ্বাসযোগ্য কিন্তু শত্রুর চুম্বন।
৭ মধুচক্রে তৃপ্ত জন ঘৃণার উদয়,
ক্ষুধিতের কাছে কিন্তু তিক্ত মিষ্টময়।
৮ আপনার স্থান ছাড়ি যে করে ভ্রমণ,
বাসাভ্রষ্ট পরিভ্রমী পক্ষীর মতন।
৯ তৈল ধূপ গন্ধে জন্মে মনস্তুষ্টি যথা,
স্নেহময় পরামর্শে মিত্রতা মিষ্টতা।
১০ পিতৃমিত্র না তেজিবে সুহৃদে আপন,
বিপদে ভ্রাতার গৃহে করো না গমন,

যেহেতু দূরস্থ ভ্রাতা অপেক্ষা তোমার,
নিকটস্থ মিত্র ভাল, কহিলাম সার।
১১ জ্ঞানবান হও তুমি সন্তান আমার,
আনন্দে জুড়াও মম হৃদয় মাঝার,
তাহাতে উত্তর তারে করিব প্রদান;
আমায় করয়ে যেই জন অপমান।
১২ সতর্কে বিপদ দেখি আপনি লুকায়,
জড়বুদ্ধি অগ্রে গিয়া কিন্তু শাস্তি পায়।
১৩ পরের নিমিত্ত হয় প্রতিভূ যে জন,
পরিধেয় বস্ত্র তার করহ হরণ।
বন্ধক স্বরূপ লও সর্ব্বস্ব তাহার,
প্রতিভূ যে জন আর হয় কুলটার।
১৪ প্রত্যূষে উঠিয়া যেই অতি উচ্চৈঃস্বরে,
আপনার বান্ধবেরে আশীর্ব্বাদ করে,
অভিশাপ সমতুল গণনিত হয়,
সে কাজ তাহার তায় নাহিক সংশয়।
১৫ ফোঁটা ফোঁটা জলপাত বৃষ্টির সময়,
কলহকারিণী নারী সমান উভয়।
১৬ হেন রমণীরে পারে লুকাতে যে জন,
সক্ষম সে হয় বায়ু করিতে গোপন।
স্বপ্রকাশ তৈল রাশি ডান হস্তস্থিত,
করিতে সে জন তবে পারে লুক্কায়িত।
১৭ সতেজ লৌহকে করে লৌহই যেমন,

মিত্র মুখে সেই রূপ মনুষ্য আপন।
১৮ ডুম্বুরের বৃক্ষ রক্ষা করে যেই জন,
সে করে তাহার ফল অবশ্য ভোজন ;
অনুরক্ত যেই জন প্রভুর সেবায়,
করমের গুণে যশ অবশ্য সে পায়।
১৯ মুখের সদৃশ মুখ জলেতে যেমন,
মনোমাঝে দেখা যায় জানিবে তেমন,
মানুষের সমতুল মানুষ গঠন।
২০ তৃপ্তি নাই কবরের আর নরকের,
সেই রূপ নাই তৃপ্তি মানব চক্ষের।
২১ মুষী রৌপ্যে যথা আর হাঁফর সোনার,
পরীক্ষা মনুষ্য তথা করে প্রশংসার।
২২ অজ্ঞানে গড়েছে রাখি ধান্যের মতন,
কোটা যদি যায় করি ঢেঁকিতে পীড়ন,
তথাপি মূর্খতা তার হবে না মোচন।
২৩ আপনার মেষপাল তত্ত্ব সদা লও,
পশুকুল প্রতি তুমি মনোযোগী হও।
২৪ কেননা অপর ধন চিরস্থায়ী নয়,
পুরুষানুক্রমে রাজ মুকুট না রয়।
২৫ ছিন্ন হৈলে ঘাস তৃণ নবীন প্রকাশ,
সংগ্রহ ঔষধি হবে পর্ব্বত সকাশ।
২৬ মেষের শাবক তব পরিধেয় দিবে,
ছাগপাল ক্ষেত্র মূল্য স্বরূপ হইবে।

২৭ তোমা, পরিবার তব, যুবতীর লাগি,
যথেষ্ট খাদ্যের জন্য দুগ্ধ দিবে ছাগী।

---

২৮ অধ্যায়।

১ তাড়না না করিলেও দুষ্টেরা পলায়,
ধার্ম্মিক নির্ভয়ে রয় কিন্তু সিংহ প্রায়।
২ প্রজা দোষে নিত্য নিত্য নব রাজা হয়,
কিন্তু জ্ঞানী বুদ্ধিমানে রাজ্য স্থির রয়।
৩ যে দীন দীনের প্রতি করয়ে পীড়ন,
শস্যনাশকারী সেই প্লাবন মতন।
৪ শাস্ত্রত্যাগী দুষ্টদের প্রশংসা করয়,
কিন্তু দ্বন্দ্বে তার সঙ্গে যে শাস্ত্র পালয়।
৫ ন্যায় নাহি বুঝে কভু কদাচারীজন,
বুঝে কিন্তু যেই প্রভু তত্ত্বপরায়ণ।
৬ বক্র পথগামী যদি ধন অধিকারী,
তার চেয়ে ভাল দীন সরল আচারী।
৭ ব্যবস্থা যে মানে সেই পুত্র জ্ঞানবান
কিন্তু অপব্যয়ী মিত্র হয় যে সন্তান, ;
আপনার জনকের সেই লজ্জা স্থান।
৮ অযথার্থ লাভ সুদ করিয়া গ্রহণ,
বৃদ্ধি করে যেই জন আপনার ধন,
দরিদ্রের প্রতি দয়া যাহারা করয়,
তাহাদের জন্য তাহা করয়ে সঞ্চয়।

৯ শাস্ত্র বাক্য কর্ণ রোধ করে সেই জন,
প্রার্থনাও হয় তার ঘৃণার ভাজন।
১০ সরল জনেরে যেই কুপথেতে লয়,
আপনার কৃত খাতে পতিত সে হয়,
সাধু কিন্তু অধিকার উত্তম লভয়।
১১ জ্ঞানবান বোধ করে ধনী আপনারে,
বুদ্ধিমান দীন কিন্তু পরখে তাহারে।
১২ ধার্ম্মিক আনন্দে মহা গৌরব উদয়,
উন্নত হইলে দুষ্ট, লোক গুপ্ত হয়।
১৩ আপনার পাপ যেই করে আচ্ছাদন,
কখন না হয় তার কুশল ঘটন।
স্বীকার করিয়া তাহা যে জন ত্যজয়,
দয়া প্রাপ্ত হয় সেই জানিবে নিশ্চয়।
১৪ ধন্য সেই সদা ভয় রাখে যেই জন,
দুঃখে কিন্তু পড়ে যেই শক্ত করে মন।
১৫ সুগর্জ্জন সিংহ দুষ্ট ভল্লূক যেমতি,
শাসক তেমতি মন্দ দীন প্রজা প্রতি।
১৬ উপদ্রবী হয় বড় নির্ব্বোধ রাজন,
দীর্ঘ আয়ু পায় লোভে ঘৃণে যেই জন।
১৭ নরহত্যা পাপে ভারগ্রস্ত যেই নর,
পলাইতে হবে তারে কবর ভিতর;
গতি রোধে তার তুমি হৈয়ো না সত্বর।
১৮ যে চলে সরল পথে, সে হয় রক্ষিত,

বক্রপথগামী কিন্তু হঠাৎ পতিত।
১৯ আপনার ভূমি করে যে জন কর্ষণ;
অনায়াসে পায় সেই প্রচুর ভোজন,
অলসের অনুগামী কিন্তু হয় যারা,
যথেষ্ট অভাব সদা ভোগ করে তারা।
২০ বিশ্বস্ত প্রচুর হয় আশীশভাজন;
কিন্তু ধনবান হৈতে হঠাৎ যে জন,
উৎযোগ করয়ে, নয় নির্দ্দোষ কখন।
২১ বিচারেতে পক্ষপাত উপযুক্ত নয়,
অপরাধ এই ৰূপ যে জন করয়,
খণ্ডেক ৰূটীর জন্য দোষী সেই হয়।
২২ কুদৃষ্টি মানব করে উদ্‌যোগ বিধান,
শীঘ্রই হইতে যাতে পারে ধনবান,
দরিদ্রতা আসিতেছে কিন্তু যে তাহার,
তাহা সে ক্ষণেক মনে করে না বিচার।
২৩ রসনায় প্রিয়বাদী লোক অপেক্ষায়,
ভর্ৎসনা করিয়া শেষে অনুগ্রহ পায়।
২৪ অপহরি আপনার পিতৃ মাতৃধন,
"পাপ নাই তাতে" কয় এৰূপ বচন,
বিনাশক মিত্র হয় নিশ্চয় সে জন।
২৫ বিরোধজনক যেই অহঙ্কারে স্ফীত,
প্রভুর শরণাপন্ন কিন্তু আপ্যায়িত।
২৬ অজ্ঞান সে ভর দেয় মনে যে আপন,

রক্ষা পায় কিন্তু প্রাজ্ঞপথগামী জন।
২৭ যেই জন দরিদ্রকে দান করে ধন,
হয় না কখন তার দৈন্য সংঘটন।
কিন্তু দেখি দীনে আঁখি মুদে যেই নর,
অভিশাপ পায় সেই কাজেই বিস্তর।
২৮ উন্নতি পাইলে দুষ্ট, অন্যে লুকাইত,
নষ্ট হৈলে কিন্তু তারা ধার্ম্মিক বর্দ্ধিত।

---

২৯ অধ্যায়।

১ অনুযোগ পাইয়াও যেই বার বার,
আনত নাহিক করে গ্রীবায় তাহার,
হঠাৎ উচ্ছিন্ন হবে বিনা প্রতিকার।
২ উন্নতি পাইলে সাধু প্রজা হৃষ্টমন,
দুঃখিত কর্ত্তৃত্ব কিন্তু পেলে দুষ্টজন।
৩ প্রজ্ঞাপ্রতি অনুরাগ অন্তরে যাহার,
আনন্দদায়ক হয় সে জন পিতার,
বেশ্যা প্রতি অনুরক্ত কিন্তু যেই হয়,
আপনার ধন সেই করে অপচয়।
৪ সুবিচারে রাজা রাজ্য সুস্থির করয়,
উৎকোচগ্রাহি রাজা করে বিপর্য্যয়।
৫ স্তুতিবাদ পড়সীরে করে যে আপন,
পদতলে পাতে তার জাল সেই জন।
৬ দুষ্টের দুষ্টতা হয় ফাঁদের সমান,

আনন্দে ধার্ম্মিক জন কিন্তু করে গান।
৭ দীনের বিষয়ে করে ধার্ম্মিক বিচার,
বুঝে না কখন তাহা কিন্তু দুষ্টাচার।
৮ নিন্দক নগরে অগ্নি করয়ে প্রদান,
জ্ঞানী কিন্তু কোপানল করেন নির্ব্বাণ।
৯ বিবাদ অজ্ঞানসহ জ্ঞানীর হইলে,
রাগুক হাসুক জ্ঞানী, শান্তি নাহি মিলে।
১০ সাধুশীলে ঘৃণা করে বধকারীগণ,
সরলের চেষ্টা তার রক্ষিতে জীবন।
১১ অজ্ঞান প্রকাশে যত মনস্থ আপন,
জ্ঞানী রাখে উপযুক্ত সময় কারণ।
১২ যে রাজা মিথ্যায় শুনে হইলে গোচর,
দুষ্ট হয় সে রাজার যত অনুচর।
১৩ উপদ্রবী দরিদ্রেতে হৈতেছে মিলন,
প্রভু দীপ্তিমান করে দুয়েরি নয়ন।
১৪ যথার্থ যে রাজা করে দীনের বিচার,
নিত্যস্থায়ী সিংহাসন হইবে তাহার।
১৫ দণ্ড অনুযোগ দ্বারা জনমায় জ্ঞান,
আশ্বাসিত পুত্র হয় মাতৃ লজ্জা স্থান।
১৬ দুষ্টেরা পাইলে বৃদ্ধি অনিষ্ট বিস্তর,
ধ্বংস কিন্তু দেখে তার ধার্ম্মিক প্রবর।
১৭ আপন সন্তানে তুমি কর শাস্তি দান,
দিলে শান্তি করিবে সে আনন্দ বিধান।

১৮ ঐশ্বরীয় বাক্যাভাবে প্রজা দুষ্ট হয়,
কিন্তু শাস্ত্র মানে যেই, ধন্য তারে কয়।
১৯ কথায় দাসের কভু হয় না দমন।
কেননা বুঝিলে কথা মানে না সে জন।
২০ দেখিতে পাইছ তারে হঠাৎ যে কয়?
প্রত্যাশা মূর্খের কাছে বরঞ্চ আছয়,
তাহার নিকটে কিন্তু কিছু মাত্র নয়।
২১ বাল্য হৈতে দাসে যত্নে করিলে পালন,
শেষে হয় পালকের পুত্রের মতন।
২২ রাগ পরবশ জন জন্মায় বিরোধ,
সুবিস্তর করে পাপ যার দেহে ক্রোধ।
২৩ অহঙ্কার মানবের সাধয়ে পতন,
গৌরব লভয়ে কিন্তু যেই নম্রমন।
২৪ চোর সহ অংশভাগী ঘৃণে প্রাণে তার,
শপথের বাক্য শুনে করে না প্রচার।
২৫ মানবীয় ভয়ে ফাঁদে মানুষ পতিত,
প্রভুর শরণাগত কিন্তু সুরক্ষিত।
২৬ অনেকেই প্রার্থে কৃপা শাসনকর্ত্তার,
কিন্তু প্রভু হৈতে আসে মানববিচার।
২৭ পাতকিরা ঘৃণাস্পদ হয় ধার্ম্মিকের,
ঘৃণাস্থলী ন্যায়াচার হয় দুষ্টদের।

---

৩০ অধ্যায়।

১ যাকিপুত্র আগুরের কথা এই হয়,
ইথিয়েলে উপদেশ মাত্র তারে নয়,
উকল্কেও দিন সেই বাক্য ধর্ম্মময়।
২ মূর্খ আমি হই অন্য নর অপেক্ষায়,
মনুষ্য সদৃশ বুদ্ধি নাহিক আমায়।
৩ বিদ্যার অভ্যাস আমি কভু করি নাই,
বোধগম্য নহে মোর ধর্ম্ম জ্ঞান তাই।
৪ উঠিয়া নামিল স্বর্গ হৈতে কোন জন,
করিয়াছে বায়ু কেবা মুষ্টিতে গ্রহণ?
জলরাশি বস্ত্রে বল কেই বা বাঁধিল?
পৃথিবীর সীমা যত আর নিরূপিল,
কিবা নাম তাঁর আর পুত্রের তাঁহার,
জান যদি বল এই প্রার্থনা আমার।
৫ সুনির্ম্মল ঈশ্বরের প্রত্যেক বচন,
তাহাতে যাহারা করে বিশ্বাস স্থাপন,
ঢাল রূপে তাহাদের তিনি আচ্ছাদন।
৬ যোগ কিছু নাহি দিবে বাক্যেতে তাঁহার,
দাও যদি করিবেন প্রভু তিরস্কার,
মিথ্যাবাদী হবে তুমি নিকটে সবার।
৭ দুটি বর, হে ঈশ্বর, প্রার্থনা আমার,
আজীবন দিতে নাহি হৈও অস্বীকার।
৮ দূর কর, দয়াময়, সব অলীকতা,

আমার নিকট হৈতে যত মিথ্যাকথা।
না করিও দীন মোরে কিম্বা ধনবান,
উপযুক্ত খাদ্য মাত্র করিও প্রদান।
৯ ধনরসে পাছে আমি হৈয়া তৃপ্তমন,
না করি স্বীকার, বলি প্রভু কোন্ জন?
কিম্বা দীন হৈয়া করি পরস্ব হরণ,
আমার ঈশ্বর নাম বৃথায় গ্রহণ।
১০ প্রভুর নিকটে দাসে কভু না নিন্দিবে,
অপরাধী হবে তুমি সেই শাপ দিবে।
১১ সর্ব্বদাই শাপ দেয় বাপে আপনার,
প্রার্থনা করে না কভু মঙ্গল মাতার,
বিদ্যমান আছে এক বংশ এপ্রকার।
১২ নির্ম্মল ভাসয়ে জল না ধুয়ে আপন,
ভ্রষ্টাচার বংশ এক আছয়ে এমন।
১৩ আঁখি পাতা অত্যুন্নত দৃষ্টি উচ্চ অতি,
বর্ত্তমান এক বংশ আছয়ে এমতি।
১৪ গ্রাসিবারে দরিদ্রকে ধরার উপর,
ভক্ষিবারে দীনহীনে মনুষ্য ভিতর,
দন্ত যার খড়্গ, কস দন্ত ছুরি মত,
এমন একটি বংশ আছয়ে দুরন্ত।
১৫ "দাও" "দাও" দুই কন্যা জোঁকের আছয়,
আর তৃপ্ত কোন কালে নয় বস্তুত্রয়,
যথেষ্ট হইল, হেন বরঞ্চ বচন,

চারিটি বস্তুতে মুখে বলে না কখন।
১৬ অর্থাৎ সে পরলোক বন্ধ্যার জঠর,
জলেতে অতৃপ্ত হয় যে ভূমি কঠোর,
আর সেই অগ্নি যাহা বলিতে অক্ষম,
"যথেষ্ট হইল" এই বাক্য অনুপম।
১৭ জনকেরে পরিহাস করে যে নয়ন,
আর তুচ্ছ করে আজ্ঞা মাতার আপন,
উপত্যকা কাকে সেই চক্ষু উৎপাটিবে,
উৎক্রোশ শাবকগণ তাহায় খাইবে।
১৮ তিনটি বিষয় মোর জ্ঞানগম্য নয়,
বরঞ্চ বুঝি না আমি চারিটি বিষয়।
১৯ অর্থাৎ উৎক্রোশ গতি বিমান ভিতর,
সর্পের গমন আর শৈলের উপর,
সমুদ্রেতে জাহাজের আশ্চর্য্য ভ্রমণ,
যুবতীতে পুরুষের অবৈধ গমন।
২০ ব্যভিচারিণীর গতি সেই রূপ হয়,
ভক্ষণ করিয়া সেই বদন মুছয়,
"পাপ করি" নাই পুনঃ এই কথা কয়।
২১ তিন বস্তু জন্য ধরা ব্যস্ত বিলক্ষণ,
বরঞ্চ পারে না চেরে করিতে বহন।
২২ অর্থাৎ যে দাস হৈয়া কর্ত্তৃত্ব করয়,
ভোজনেতে পরিতৃপ্ত যেই মূর্খ রয়।
২৩ আর পত্নী পদ প্রাপ্ত ঘৃণিতা রমণী,

লভি কর্ত্রী স্থান যেই দাসী ঠাকুরাণী।
২৪ পৃথিবীতে চারি বস্তু ক্ষুদ্র অতিশয়,
জ্ঞানেতে তাহারা কিন্তু অতি বড় হয়।
২৫ যথা পিপীলিকাগণ শক্তিমান নয়,
গ্রীষ্মে তবু করে তারা আহার সঞ্চয়।
২৬ শাফন যদিও নয় জীব বলবান,
তবু বাঁধে গৃহ নিজ যে স্থলে পাষাণ।
২৭ পঙ্গপাল দলে নাই রাজা কোন জন,
রচি ব্যূহ তবু তারা করয়ে গমন।
২৮ হস্তপদে টিকটিকি গৃহভিত্তি ধরে,
অনায়াসে নিবাসে রাজ প্রাসাদ ভিতরে।
২৯ সুন্দর গমন করে আর বস্তুত্রয়,
বরঞ্চ গমনে চারি সুদর্শন হয়।
৩০ অর্থাৎ কাহারো কাছে পরাঙ্মুখ নয়,
এমন যে সিংহ যারে পশুরাজ কয়।
৩১ বদ্ধকটি যুদ্ধ অশ্ব ছাগগণ আর,
অজেয় যে রাজা নাই বিরোধী যাহার।
৩২ যদ্যপি করিয়া থাক, অহঙ্কার ভরে,
অজ্ঞানের কাজ আর দুশ্চিন্তা অন্তরে
হস্ত তুমি দাও তবে মুখের উপরে।
৩৩ দুগ্ধের মন্থনে যথা উঠে নবনীত,
রক্ত বার হয় নাসা করিলে পীড়িত,
ক্রোধের চালনে তথা দ্বন্দ্ব প্রসবিত।

৩১ অধ্যায়।

১ লমূয়েল রাজনের ওই সব কথা,
ধর্ম্ম উপদেশ যাহা দিল তার মাতা।
২ হে সন্তান, গর্ভজাত বালক আমার,
মানতের ফল মম কিবা কব আর।
৩ আপন শকতি নাহি দিবে কামিনীরে,
গতি নিজ নাহি দিবে রাজ-বিলাসীরে।
৪ লমূয়েল! মদ্যপান রাজোচিত নয়,
সুরাসক্তি নৃপতির অযোগ্যই হয়।
৫ সুরামত্ত হৈলে বিধি বিস্মৃত হইবে,
সকল দীনের প্রতি অন্যায় করিবে।
৬ মৃতকল্প জনে সুরা করহ অর্পণ,
দ্রাক্ষারস দাও তারে যেই ক্ষুণ্ণমন।
৭ পান করি দৈন্য নিজ বিস্মৃত হউক,
আপনার ক্লেশ আর মনে না করুক।
৮ মুক্ত মুখ তব পক্ষে হয় যে বোবার,
দীন হীন সকলের করিতে বিচার।
৯ যথা ধর্ম্ম কর ন্যায়, খুলিয়া বয়ান,
দীন হীন দরিদ্রের বিচার বিধান।
১০ গুণবতী নারীরত্ন ভাগ্যে ঘটে কার;
পদ্মরাগমণি চেয়ে মূল্য বহু তার।
১১ স্বামী তারে এক মনে বিশ্বাস করয়,
লাভের অভাব তার কখন না হয়।

১২ স্বামীর মঙ্গল বিনা অশ্রেয় মনন
নাহি করে সেই নারী যাবৎ জীবন।
১৩ মেষ লোম মসিনা সে করে অন্বেষণ,
আনন্দে আপন হস্তে কর্ম্ম সম্পাদন।
১৪ বাণিজ্য জাহাজ প্রায় সে নারী আপন,
খাদ্য দ্রব্য দূর হৈতে করে আনয়ন।
১৫ প্রত্যূষে উঠিয়া খাদ্য দেয় পরিজনে,
নিরূপিত কার্য্যভার আর দাসীগণে।
১৬ পরীক্ষা করিয়া ক্ষেত্র কিনে সেই পরে,
নিজহস্ত ফল দিয়া দ্রাক্ষাক্ষেত্র করে।
১৭ বলেতে করয়ে সেই কাঁকালি বন্ধন,
আর বলবান করে বাহুকে আপন।
১৮ আস্বাদে বাণিজ্য ফল ভাল আপনার,
রাত্রিতে নির্ব্বাণ দীপ না হয় তাহার।
১৯ টেকুয়া দ্বারায় কর্ম্ম নিজ হস্তে করে,
আপনার হস্ত দিয়া পাঁজ সেই ধরে।
২০ দরিদ্রের প্রতি হয় হস্ত মুক্ত তার,
দীন হীন প্রতি করে হস্তের বিস্তার।
২১ শীত হৈতে রক্ষিবারে পরিবারগণে,
সে নারী কখন ভয় নাহি পায় মনে,
কারণ তাহার সব পরিজনগণ,
পরিধান করে বস্ত্র লোহিত বরণ।

২২ আচ্ছাদন বস্ত্র যত আপনার তরে,
বিচিত্র বরণ সেই নিরমাণ করে,
শুক্ল পট্ট, রক্তবর্ণ বাস সেই পরে।

২৩ দেশের প্রাচীন দলে বসি স্বামী তার,
পরিচিত হয় যেইসভাতে বিচার।

২৪ মসিনার বস্ত্র আর পটুকা নিচয়,
বালকগণের কাছে করয়ে বিক্রয়।

২৫ মর্য্যাদা তাহার বল, বস্ত্র তুল্য হয়,
ভাবী কাল বিষয়েতে আনন্দ উদয়।

২৬ জ্ঞান কথা কয় করি বদন বিস্তার,
অনুগ্রহ-বিধি রয় জিহ্বাগ্রে তাহার।

২৭ স্বজনের আচরণে দেয় সেই মন,
আলস্যের খাদ্য কভু করে না ভোজন।

২৮ ধন্যবাদ করে তার উঠিয়া সন্তান,
স্বামী করে এই রূপে প্রশংসার গান।

২৯ অনেক রমণী ভাল কর্ম্ম করে বটে,
শ্রেষ্ঠা কিন্তু হও তুমি সবার নিকটে।

৩০ লাবণ্য সৌন্দর্য্য সব অলীক অসার,
পরমেশ ভীতা নারী যোগ্যা প্রশংসার।

৩১ তার হস্ত ফল তারে করহ প্রদান,
বিচার সভাতে কর তার গুণগান।

BHOWANIPORE :
Printed by B. M. Bose, for the Christian Vernacular Education Society, at the Saptahik Sambad Press, 1878.

PROPERTY OF PRINCETON ... THEOLOGICAL SEMINARY

Syracuse, N. Y
PAT. JAN. 21. 1908

BS315 .B42 1878
The Proverbs of Solomon : rendered into
Princeton Theological Seminary–Speer Library
1 1012 00065 6928